সূচিপত্র

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ইতিহাসের ধারণা		১-৪
	1.1.	ইতিহাসের গল্প-সল্প	১
	1.2.	ইতিহাস জানার রকমফের	১
	1.3.	ইতিহাসের গুণ-ভাগ	২
	1.4.	ইতিহাসের গোয়েন্দা	৩
		KEY POINTS	৩
		SPECIAL TIPS	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)		৫-২৭
	2.1.	প্রাচীন বাংলা	৫
	2.2.	শশাঙ্ক	৬
	2.3.	বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল: খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত	৭
	2.4.	বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল	৮
	2.5.	অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	৮
	2.6.	দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি	৯
	2.7.	ইসলাম ও ভারত	৯
		KEY POINTS	১১
		SPECIAL TIPS	১২
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৩-২৬
তৃতীয় অধ্যায়	ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)		২৮-৪৬
	3.1.	ভারতের অর্থনীতি: খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৮
	3.2.	বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি: খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৯
	3.3.	ভারত ও বহির্বিশ্ব: খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	৩১
		KEY POINTS	৩২
		SPECIAL TIPS	৩৩
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৩৪-৪৫
চতুর্থ অধ্যায়	দিল্লি সুলতানি: তুর্কো আফগান শাসন		৪৭-৬৬
	4.1.	সুলতান কে?	৪৭
	4.2.	খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক	৪৭
	4.3.	দিল্লি সুলতানি: খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ	৪৭
	4.4.	সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্ব দান: গিয়াসউদ্দিন বলবন	৪৮
	4.5.	দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার: আলাউদ্দিন খলজি	৪৮
	4.6.	দিল্লি সুলতানি: খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে	৪৮
	4.7.	সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	৪৯
	4.8.	প্রাদেশিক শাসন	৫১
		KEY POINTS SPECIAL TIPS	৫৩
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৫৪-৬৫
পঞ্চম অধ্যায়	মুঘল সাম্রাজ্য		৬৭-৮৭
	5.1.	মুঘল কারা?	৬৭
	5.2.	মুঘল সাম্রাজ্যস্থাপন ও বিস্তার: যুদ্ধ ও মৈত্রী	৬৭
	5.3.	মুঘলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র: আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব	৬৯
	5.4.	বাদশাহি শাসন: প্রশাসনিক আদর্শ	৭১
		KEY POINTS SPECIAL TIPS	৭২
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৭৩-৮৬

সপ্তম শ্রেণি ‖ ইতিহাস

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	নগর, বণিক ও বাণিজ্য		৮৮-১০৭
	6.1.	মধ্যযুগের ভারতের শহর	৮৮
	6.2.	বণিক ও বাণিজ্য	৮৯
	6.3.	ভারতে বিদেশি বণিকদের আগমন	৯১
		KEY POINTS & SPECIAL TIPS	৯২
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৯৩-১০৫
সপ্তম অধ্যায়	জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি: সুলতানি ও মুঘল যুগ		১০৮-১৩২
	7.1.	জীবনযাত্রা	১০৮
	7.2.	নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা : ভক্তি ও সুফিবাদ	১০৮
	7.3.	শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব	১০৯
	7.4.	দীন-ই ইলাহি	১১০
	7.5.	সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য	১১০
	7.6.	সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা	১১২
	7.7.	ভাষা ও সাহিত্য	১১৪
	7.8.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১১৪
		KEY POINTS	১১৬
		SPECIAL TIPS	১১৭
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১১৮-১৩১
অষ্টম অধ্যায়	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট		১৩৩-১৪৪
	8.1.	গোড়ার কথা	১৩৩
	8.2.	শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র	১৩৩
	8.3.	জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট: কারণ ও প্রভাব	১৩৪
		KEY POINTS & SPECIAL TIPS	১৩৫
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৩৬-১৪২
নবম অধ্যায়	আজকের ভারত: সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন		১৪৫-১৫৬
	9.1.	সরকার ও গণতন্ত্রের ধারণা	১৪৫
	9.2.	ভারতের সংবিধান	১৪৫
	9.3.	ভারতের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা	১৪৬
		KEY POINTS & SPECIAL TIPS	১৪৭
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৪৮-১৫৫

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

সপ্তম শ্রেণি | ইতিহাস

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই Learning App-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই Learning App হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ইতিহাসের ধারণা	১	ইতিহাস কী?	04:35 mins
	২	ইতিহাসে সাল ও তারিখের গুরুত্ব	06:04 mins
	৩	ইতিহাসে নাম ও উপাধি নিয়ে বিভ্রান্তি	04:05 mins
	৪	ইতিহাসের উপাদান	06:20 mins
	৫	ইতিহাসের যুগ বিভাজন	06:28 mins
	৬	ভারত, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া নামের উৎপত্তি	03:54 mins
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	03:10 mins
	২	বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ	03:51 mins
	৩	প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল (পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ)	04:52 mins
	৪	বঙ্গাল, রাঢ়-সুহ্ম, সমতট	04:32 mins
	৫	হরিকেল, গৌড়	03:33 mins
	৬	শশাঙ্কের রাজ্য জয় ও গৌড়ের উত্থান	04:41 mins
	৭	শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ	04:54 mins
	৮	শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের সংঘাত	04:01 mins
	৯	শশাঙ্কের আমলে বাংলার অর্থনীতি	03:17 mins
	১০	শশাঙ্কের ধর্মবিশ্বাস ও বিতর্ক	04:21 mins
	১১	মাৎস্যন্যায়	03:53 mins
	১২	বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা	04:06 mins
	১৩	ধর্মপাল	03:03 mins
	১৪	দেবপাল	04:14 mins
	১৫	কৈবর্ত্য বিদ্রোহ	04:52 mins
	১৬	বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা	03:35 mins
	১৭	বল্লাল সেন	03:02 mins
	১৮	লক্ষ্মণ সেন	03:28 mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	১৯	পাল ও সেন বংশের শাসনের তুলনা	03:59 mins
	২০	অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	04:33 mins
	২১	ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব	04:14 mins
	২২	দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তি	03:57 mins
	২৩	আরব দেশে ইসলাম ধর্ম	04:04 mins
	২৪	হজরত মোহম্মদের জীবন ও কার্যাবলি	03:55 mins
	২৫	খলিফা ও খিলাফৎ	03:51 mins
	২৬	আরব সভ্যতা ও ভারত	04:35 mins
	২৭	গজনির সুলতান মাহমুদ ও ভারত আক্রমণ	04:26 mins
	২৮	মোহম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণ	04:48 mins
	২৯	বখতিয়ার খলজির বাংলা জয় ও রাজ্যস্থাপন	04:03 mins
	৩০	বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের ফলাফল	03:07 mins
ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	02:12 mins
	২	উত্তর ভারতের অর্থনীতি	04:11 mins
	৩	ভারতে সামন্ত ব্যবস্থা	05:57 mins
	৪	চোল শাসনব্যবস্থা	04:05 mins
	৫	দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি	05:39 mins
	৬	পাল ও সেন যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা	05:03 mins
	৭	পাল ও সেন যুগে বাংলা বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে তুলনা	03:07 mins
	৮	পাল সেন যুগে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন	03:59 mins
	৯	পালদের ধর্মবিশ্বাস	04:15 mins
	১০	পাল যুগের ভাষা ও সাহিত্য	02:49 mins
	১১	পাল যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থাবলি	04:29 mins
	১২	পাল যুগের শিক্ষা	04:43 mins
	১৩	নালন্দা মহাবিহার	04:04 mins
	১৪	পাল যুগের স্থাপত্যরীতি	04:38 mins
	১৫	পাল যুগের ভাস্কর্যরীতি	04:07 mins
	১৬	সেন যুগের সমাজ ও ধর্ম	04:07 mins
	১৭	সেন যুগের ভাষা ও সাহিত্য	04:26 mins
	১৮	প্রাচীন বাংলার সমাজে ডাক ও খনার বচন	04:42 mins
	১৯	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতীয় সভ্যতার যোগাযোগ	04:23 mins
	২০	দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	04:12 mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
দিল্লি সুলতানি: তুর্কো-আফগান শাসন	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	02:31 mins
	২	খলিফা ও সুলতানের মধ্যে সম্পর্ক	03:33 mins
	৩	ইলতুৎমিশের সমস্যা	05:41 mins
	৪	সুলতান রাজিয়া	05:30 mins
	৫	গিয়াসউদ্দিন বলবনের ক্ষমতা লাভ	03:38 mins
	৬	আলাউদ্দিন খলজির রাজ্য জয়	03:57 mins
	৭	মহম্মদ বিন তুঘলক ও তাঁর পরিকল্পনাসমূহ	04:20 mins
	৮	মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতা এবং পরিবর্তিত নীতি	03:46 mins
	৯	মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ের ডাক ব্যবস্থা	05:44 mins
	১০	ফিরোজ তুঘলকের ক্ষমতা লাভ	03:58 mins
	১১	সুলতানি যুগের শেষ দুই রাজবংশ	03:47 mins
	১২	পানিপতের প্রথম যুদ্ধ	04:20 mins
	১৩	সুলতানি শাসনের সুলতানদের সার্বভৌমত্বের পরিচয়	04:38 mins
	১৪	সুলতানদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ	06:21 mins
	১৫	সুলতানদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (ইকতা ব্যবস্থা)	05:19 mins
	১৬	সুলতানদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	05:42 mins
	১৭	বাংলায় ইলিয়াসশাহি শাসন	03:25 mins
	১৮	বাংলায় হোসেনশাহি শাসন	05:35 mins
	১৯	দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান	05:09 mins
	২০	বিদেশি পর্যটকদের বিবরণীতে বিজয়নগর	03:18 mins
	২১	দক্ষিণে বাহমনি রাজ্যের উত্থান	04:05 mins
	২২	বিজয়নগরে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ	03:38 mins
মুঘল সাম্রাজ্য	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	02:44 mins
	২	মুঘলদের পরিচয়	04:50 mins
	৩	ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা	06:11 mins
	৪	হুমায়ুনের শাসনকাল ও মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব	04:18 mins
	৫	শেরশাহের সিংহাসন লাভ ও সংস্কারসমূহ	05:23 mins
	৬	পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধ	03:33 mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	৭	আকবরের শাসনকাল	04:09 mins
	৮	শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক আকবর	04:55 mins
	৯	জাহাঙ্গিরের শাসনকাল	04:06 mins
	১০	শাহজাহানের শাসনকাল	03:04 mins
	১১	ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল	03:32 mins
	১২	আকবরের রাজপুত নীতি	06:12 mins
	১৩	জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব-এর রাজপুত নীতি	04:25 mins
	১৪	মুঘল শাসকদের রাজপুত নীতির তুলনামূলক আলোচনা	04:30 mins
	১৫	মুঘল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য	04:59 mins
	১৬	দাক্ষিণাত্য ক্ষত	04:32 mins
	১৭	মুঘল সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক আদর্শ	04:45 mins
	১৮	মনসবদারি প্রথা	04:33 mins
	১৯	রাজস্ব ব্যবস্থা ও জাবতি	05:09 mins
নগর, বণিক ও বাণিজ্য	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	03:11 mins
	২	নগর বা শহর গড়ে ওঠার কারণ	03:58 mins
	৩	শহর দিল্লি: নামকরণ ও ইতিহাস	04:51 mins
	৪	শহর দিল্লি: খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক (প্রথম অধ্যায়)	05:30 mins
	৫	শহর দিল্লি: খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক (দ্বিতীয় অধ্যায়)	04:21 mins
	৬	শাহজাহানবাদ: খ্রিস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দিল্লি	05:01 mins
	৭	বণিক ও বাণিজ্য	05:15 mins
	৮	মধ্যযুগে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	04:52 mins
	৯	মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য	05:06 mins
	১০	ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের প্রেক্ষাপট	04:39 mins
	১১	ভারতীয় উপকূলে ইউরোপীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা	05:19 mins
	১২	ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিবর্তিত ভারতীয় সমাজ	05:46 mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি: সুলতানি ও মুঘল যুগ	১	সুলতানি ও মুঘল যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি (অধ্যায়ের বিষয়বস্তু)	04:59 mins
	২	সুলতানি ও মুঘল আমলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন	05:22 mins
	৩	লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: ভক্তিবাদ	05:03 mins
	৪	গুরু নানক	05:16 mins
	৫	মীরাবাঈ	04:47 mins
	৬	ভক্তিসাধক কবির	04:47 mins
	৭	শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ	05:15 mins
	৮	বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলাফল	04:01 mins
	৯	উত্তর-পূর্ব ভারতে ভক্তি আন্দোলন	04:03 mins
	১০	লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: সুফিবাদ	04:54 mins
	১১	দীন-ই-ইলাহি	04:43 mins
	১২	মধ্যযুগে ভারতীয় স্থাপত্য: সুলতানি যুগ	05:29 mins
	১৩	মধ্যযুগে ভারতীয় স্থাপত্য: মুঘল যুগ	05:56 mins
	১৪	মধ্যযুগে ভারতের আঞ্চলিক স্থাপত্য	05:05 mins
	১৫	মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্যরীতি	04:46 mins
	১৬	মধ্যযুগে বাংলায় তৈরি স্থাপত্যসমূহ	04:45 mins
	১৭	সুলতানি আমলে ভারতের শিল্পকলা : দরবারি চিত্রকলা	03:35 mins
	১৮	মুঘল আমলে দরবারি চিত্রকলা (বাবর থেকে আকবর পর্যন্ত)	05:24 mins
	১৯	মুঘল আমলে দরবারি চিত্রকলা (জাহাঙ্গির থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত)	03:58 mins
	২০	মধ্যযুগে ভারতের আঞ্চলিক চিত্রকলা	04:12 mins
	২১	মধ্যযুগে ভারতে সংগীতচর্চা	04:54 mins
	২২	নৃত্যশিল্প: মণিপুরী নৃত্য	04:33 mins
	২৩	সুলতানি যুগে আরবি ও ফারসি ভাষার চর্চা	04:48 mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	২৪	মুঘল আমলে ফারসি ভাষার চর্চা	05:14 mins
	২৫	মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য	05:21 mins
	২৬	মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতি)	04:23 mins
	২৭	মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (সামরিক ক্ষেত্রে ও বস্ত্রবয়ন শিল্পে)	05:27 mins
	২৮	মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (কাগজ তৈরিতে ও কৃষিকাজে)	03:33 mins
মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	02:54 mins
	২	শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান	04:35 mins
	৩	শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা	04:54 mins
	৪	শিবাজির শাসনব্যবস্থা	05:19 mins
	৫	শিখ-মুঘল বিরোধ	03:54 mins
	৬	শিখদের সংগঠন ও মুঘলদের প্রতিরোধ	03:57 mins
	৭	জাঠ ও সৎনামিদের বিদ্রোহ	04:55 mins
	৮	মুঘল যুগের কৃষি সংকট	03:42 mins
	৯	জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট	05:53 mins
আজকের ভারত: সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন	১	অধ্যায়ের বিষয়বস্তু	02:31 mins
	২	সরকার ও গণতন্ত্রের ধারণা	05:50 mins
	৩	ভারতের সংবিধান	04:34 mins
	৪	স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা	06:20 mins

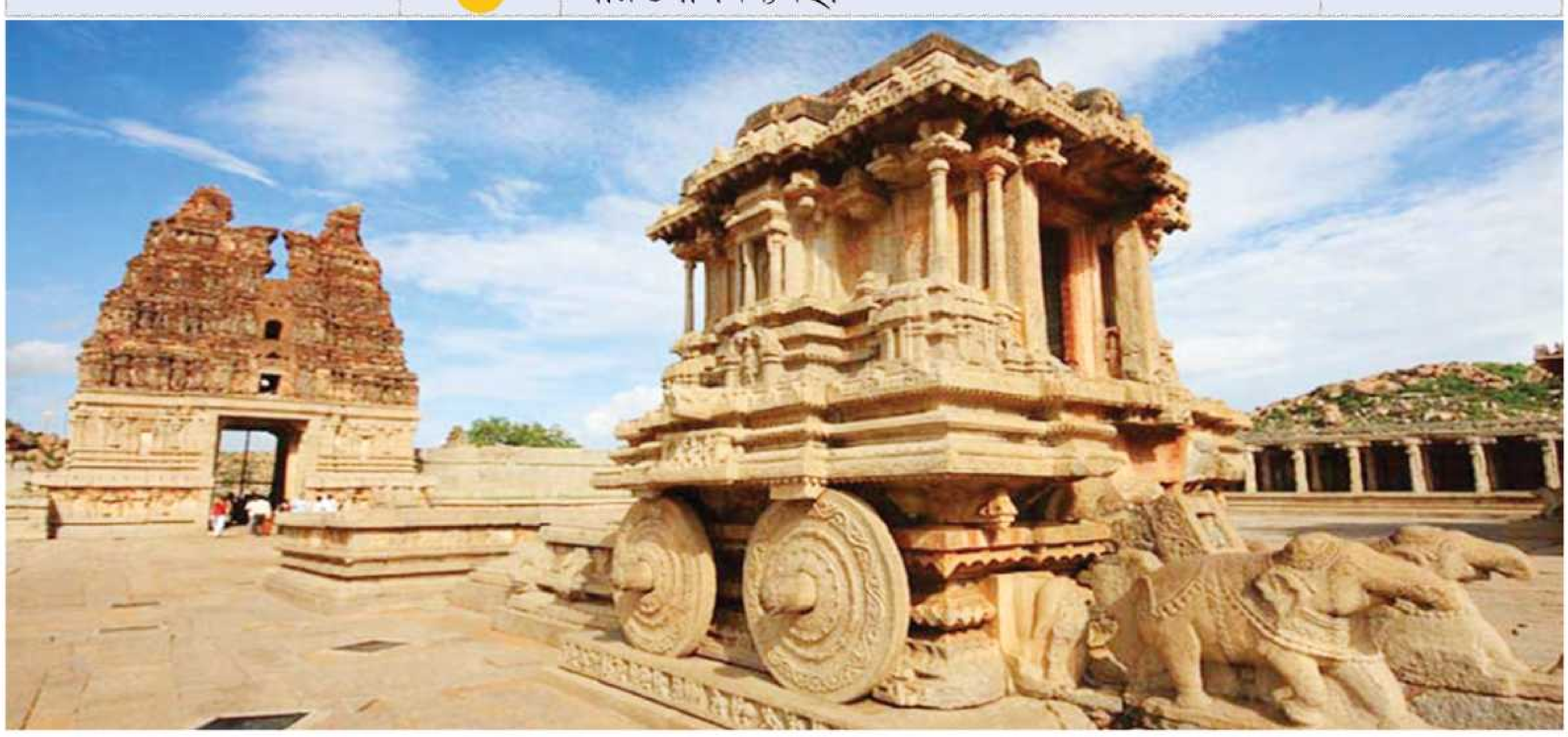

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায়? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

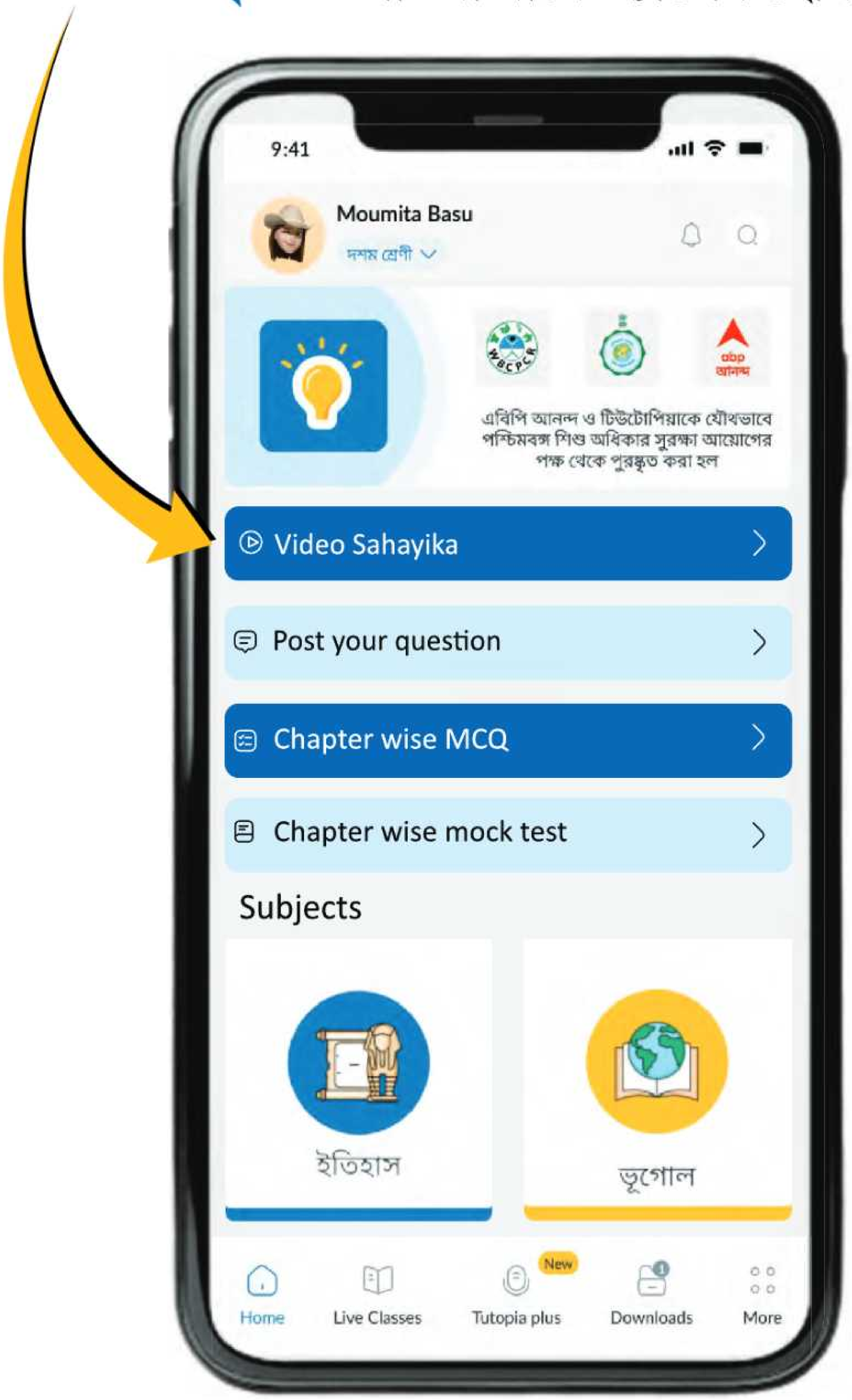

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

(অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা)

1.1 ইতিহাসের গল্পসল্প

ইতিহাস কী?

ইতিহাস হল অতীতের কথা। মানব সভ্যতার বিবর্তনের কথা। মানুষ প্রাচীন যুগ থেকে কীভাবে নিজেদের জীবনযাপন পদ্ধতিকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করে তুলছে, আর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মোবাইল, ইনটারনেট ব্যবহার করছে— সেইসব তথ্য জানতে সাহায্য করে ইতিহাস। ইতিহাস বলতে মূলত সেইসব বিবরণ বা কাহিনিকে বোঝায়, যা শুধুমাত্র একজন মানুষের জীবনে নয়, তার সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা এবং সমাজের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।

ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা—

ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা, কাজ আছে, যেগুলি সম্পর্কে মানুষের ধারণা থাকা দরকার। তার কারণ-ফলাফল সম্পর্কে অবগত হলে বর্তমানকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। ইতিহাসই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। মানুষের উৎপত্তি এবং বিবর্তন জানতে ও ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ইতিহাসে সন তারিখের গুরুত্ব—

ইতিহাসে সন-তারিখ মনে রাখতে গিয়ে সবাইকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আর এত সন-তারিখ মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে সময় মনে রাখা জরুরি। ঘটনার সঙ্গে সময় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সময় ছাড়া ঘটনার যথার্থতা থাকে না।

ইতিহাসে সময়ের পরিমাপক—

যা দিয়ে সময়ের পরিমাপ ও হিসেব করা হয় তা হল সময়ের পরিমাপক। ইতিহাসে সময়ের পরিমাপ করা হয় তারিখ, মাস, খ্রিস্টাব্দ, শতাব্দী, সহস্রাব্দ দিয়ে। শতাব্দী মানে হল ১০০ বছর, সহস্রাব্দ মানে ১০০০ বছর।

ইতিহাসে নাম-উপাধি নিয়ে বিভ্রান্তি—

ইতিহাস পড়তে গিয়ে অনেকসময়ই রাজা ও বিভিন্ন রাজবংশের নাম আর রাজা-রানিদের উপাধি মনে রাখতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। কোনো রাজবংশে ক্রমানুযায়ী কোন্ রাজা কার পরে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তা মনে রাখতে গেলে বিষয়টি কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু সেই নামগুলি মনে রাখার জন্য যদি কোনো ছড়া বানিয়ে ফেলা হয় তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। এমনই একটি ছড়া হল— 'বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে'। এই ছড়ার মাধ্যমেই ছয়জন মুঘল সম্রাটের নাম মনে রাখা যায়। যেমন: বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব।

নামের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বড়ো উপাধি মনে রাখতে গেলেও অনেকসময় অসুবিধায় পড়তে হয়। যেমন— ***গঙ্গাইকোণ্ডচোল, সকলোত্তরপথনাথ***। এই উপাধিগুলি কঠিন হলেও এর অর্থ সঠিকভাবে বুঝে নিলে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয়।

1.2 ইতিহাস জানার রকমফের

অতীতের কথা জানতে বা ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়োজন কিছু উপাদানের। যার যথার্থ ব্যবহারের ফলে বহুকাল পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি মানুষ নিজেদের চোখে দেখেনি। তাই সেই সময়ের বিভিন্ন বস্তু থেকেই পরীক্ষানিরীক্ষায় বা অনুমান করে ইতিহাস রচনা করা হয়। যিনি এই কাজটি করেন তিনি হলেন ঐতিহাসিক। ইতিহাস জানার জন্য যেসব বস্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করে ঘটনার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলিই ইতিহাসের উপাদান। এই উপাদান মূলত দুই প্রকার—প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদান।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হল মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রসমূহ, তাছাড়া বাড়িঘর, মূর্তি যা সাধারণত মাটি খুঁড়ে বা খনন কাজের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই উপাদানের মধ্যে আছে লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ের মৃৎপাত্র, প্রাণীর দেহাবশেষ, চিত্র প্রভৃতি। পাথরে বা অন্যান্য ধাতব উপাদানে লেখা বা উৎকীর্ণ করা বিভিন্ন তথ্যই হল লেখমালা। তামার পাতের উপরে লেখা উৎকীর্ণ করা হলে তা হয় তাম্রলেখ। আবার পাথরের উপর লেখা হলে তা হয় শিলালেখ।

আর স্থাপত্য হল এমন নির্মাণকার্য যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, যেমন— তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি। আর ভাস্কর্য বলতে বোঝায় কোনো মূর্তি, বা কোনো মন্দিরের দেয়ালের গায়ে মূর্তির ফলক।

সাহিত্যিক উপাদান—

কাগজে লেখা ঐতিহাসিক গুরুত্ব যুক্ত উপাদানই সাহিত্যিক উপাদান। এই উপাদান দুটি ভাগে বিভক্ত— দেশীয় এবং বৈদেশিক উপাদান।

কোনো একটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়, অন্য উপাদানের সাহায্য নিয়ে, নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করতে হয়।

আবার ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক কথারই মানে বদলে যায়। যেমন— সুলতানি ও মুঘল আমলে বিদেশি বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে-কোনো লোককে বোঝাত। তাই শহর থেকে অচেনা কোনো ব্যক্তি গ্রামে গেলে, তাকে গ্রামবাসীরা 'পরদেশি' বা 'অজনবি' ভাবতেন। মুঘল যুগের কোনো সাহিত্যিক উপাদানে 'পরদেশি' কথাটি পাওয়া গেলে মনে রাখতে হবে ভারতের বাইরের কোনো মানুষ নয়।

আবার দেশ শব্দের দ্বারা রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়, কিন্তু সুলতানি ও মুঘল আমলে দেশ বলতে নিজেদের আদিবাড়িকে বোঝানো হত অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে আলাদা কোনো অঞ্চলকে। এ থেকেই ধারণা করা যায় ঐতিহাসিকের কাজ কতটা কঠিন। সচেতনভাবে উপাদান ব্যবহার করলেই সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

টুকরো কথা

হিন্দু, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া: ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্তান হয়েছে মূলত পারসিকদের জন্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকা কিছুদিনের জন্য পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই অঞ্চলের নাম হয় হিদুষ। পারসিকরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করত। তাদের উচ্চারণের ফলে সিন্ধুর উচ্চারণ হল 'হিদুষ'। আর সেই 'হিদুষ' থেকে হল 'হিন্দু'। তাই সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল 'হিন্দুস্তান' নামে পরিচিত হয়। হিন্দুস্তান শব্দটি ২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের শিলালেখতে এবং দশম শতকে এক অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত ***হুদুদ-অল-আলম*** গ্রন্থে পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে গ্রিক ও রোমানরা 'সিন্ধু' বা 'হিন্দু' কে 'ইন্দুস' উচ্চারণ করত। আসলে গ্রিক ভাষায় 'হ'-এর উচ্চারণ হয় না। 'হ'-এর পরিবর্তে 'ই' উচ্চারণ হয়। এই 'ইন্দুস' উচ্চারণ থেকেই ভারতবর্ষের নাম 'ইন্ডিয়া' হয়েছে। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। এইভাবেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নামের উৎপত্তি হয়েছে।

1.3 ইতিহাসের গুণ-ভাগ

কাজের সুবিধার জন্য যেমন সম্পূর্ণ দিনকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে ভাগ করা হয় ঠিক তেমনই ইতিহাসে দীর্ঘ সময় সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার জন্য ঐতিহাসিকরা সময়ের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু যুগের পাঁচিল তুলে ইতিহাসকে ভাগ করা যায় না। আসলে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দেশ শাসন, যুদ্ধ, পড়াশোনা এসব কাজের এক একটি বিশেষ দিক একেক সময় দেখা যায়। সেগুলির তফাৎ থেকেই ঐতিহাসিকরা যুগ বিভাজন করে থাকেন।

যুগ বিভাজন—

সাধারণভাবে ইতিহাসের সময়কে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগ হল সভ্যতার আদি কাল থেকে শুরু করে আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগ হল আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর আধুনিক যুগ হল আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। যদিও এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

টুকরো কথা

আদি মধ্যযুগ— ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে তা হল আদি মধ্যযুগ। যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগ পুরোপুরি শুরু হয়নি কিন্তু সেই সময় দুই যুগের বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগের ইতিহাস সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবিষয়।

মধ্যযুগ সম্পর্কিত তথ্য—

অনেকে পূর্বে মধ্যযুগকে অন্ধকারময়যুগ বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ সেই সময়ের বিভিন্ন উপাদান জুড়ে যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে লক্ষ করা গেছে জীবনের নানান দিকের উন্নতি হয়েছিল।

যেমন— এই মধ্যযুগে নতুন যন্ত্র ও কৌশলের ব্যবহার হতে দেখা যায়। কুয়ো থেকে জল তোলা, তাঁত বোনা ও যুদ্ধের অস্ত্র তৈরিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার দেখা যায়। নতুন খাবার ও পানীয় সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়। এসময় রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। রাজারা শুধু রাজ্যবিস্তার নয়, জনগণের ভালোমন্দের কথাও ভাবতেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষি ও ব্যাবসাবাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল, বন কেটে কৃষিকাজের কথাও জানা যায়।

তা ছাড়া নতুন নতুন শহরও গড়ে ওঠে। ধর্মের ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর প্রাধান্য পায়নি, ভক্তি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব একথাই প্রচারিত হতে থাকে। আর তার সঙ্গে আঞ্চলিক অনেক ভাষা ও সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল।

কিন্তু ইতিহাসে স্থান পায়নি দরিদ্র মানুষের কথা। শাসকের নাম ও কীর্তি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় ছিল।

1.4 ইতিহাসের গোয়েন্দা:

কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাই করে সেই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা, বিশ্লেষণ করেন গোয়েন্দা। ঐতিহাসিকের কার্যাবলিও ঠিক গোয়েন্দার সমরূপ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান সন্ধান করা ও সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করে ইতিহাস রচনা করেন ঐতিহাসিক। উপাদানের অভাব হলে যুক্তি দিয়ে ও নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস করেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তৈরি হয় মতভেদ। আর মতভেদের মধ্যে দিয়েই লেখা হয় প্রকৃত ইতিহাস।

KEY POINTS

- ইতিহাস হল অতীতের কথা।
- ইতিহাস একটি প্রাচীনতম বিষয়। অন্যান্য সকল বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বর্তমান।
- ইতিহাস বলতে মূলত সেইসব বিবরণ বা কাহিনিকেই বোঝায়, যা শুধুমাত্র একজন মানুষের জীবনে নয়, তা সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা এবং সমাজের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পায়।
- ইতিহাসই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। মানুষের উৎপত্তি জানতে এবং ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- ঘটনার সঙ্গে সময় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সময় ছাড়া ঘটনার যথার্থতা থাকে না।
- ইতিহাসে সময়ের পরিমাপ করা হয় তারিখ, মাস, খ্রিস্টাব্দ, শতাব্দী, সহস্রাব্দ দিয়ে। শতাব্দী মানে 100 বছর, সহস্রাব্দ মানে হল 1000 বছর।
- মুঘল শাসকরা কে কার পরে ক্ষমতা লাভ করেছেন তা মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হিসেবে একটি ছড়া ব্যবহৃত হয়— 'বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে'।
- ***গঙ্গাইকোণ্ডচোল*** উপাধি নিয়েছিলেন রাজেন্দ্র চোল। তিনি বাংলার পাল বংশের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে পালরাজাকে পরাজিত করেন। ফলে গঙ্গার তীরবর্তী কিছু অঞ্চল তাঁর অধীনে চলে আসে। তাই এই উপাধি।
- ইতিহাস জানার জন্য যেসব বস্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করে ঘটনার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলিই ইতিহাসের উপাদান।
- ইতিহাসের উপাদান মূলত দুই প্রকার— প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদান।
- প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হল মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রসমূহ, তা ছাড়া বাড়িঘর, মূর্তি যা সাধারণত মাটি খুঁড়ে বা খনন কাজের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই উপাদানের মধ্যে আছে লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ের মৃৎপাত্র, প্রাণীর দেহাবশেষ, চিত্র প্রভৃতি।
- কাগজে লেখা ঐতিহাসিক গুরুত্বযুক্ত উপাদানই সাহিত্যিক উপাদান। এই উপাদান দুটি ভাগে বিভক্ত—দেশীয় এবং বৈদেশিক উপাদান।
- সুলতানি ও মুঘল যুগে বিদেশি বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে-কোনো লোককে বোঝাত। তাই শহর থেকে অচেনা কোনো ব্যক্তি গ্রামে গেলে, তাকে গ্রামবাসীরা পরদেশি বা অজনবি ভাবতেন।
- সুলতানি ও মুঘল আমলে দেশ বলতে নিজেদের আদিবাড়িকে বোঝানো হত অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে আলাদা কোনো অঞ্চলকে।
- ইতিহাসের দীর্ঘসময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ক্রমানুসারে অর্থাৎ কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটেছিল তা জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য যুগ বিভাজন করা হয়েছে।
- সাধারণভাবে ইতিহাসের সময়কে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা যায়।
- 600 থেকে 1200 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় আদি মধ্যযুগ।
- কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতবর্ষে ভরত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর নাম থেকে ভারত নামটি হয়েছে। আবার অনেকের মতে, ভরত নামক উপজাতির নাম থেকে এই নামের সৃষ্টি।

- ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্তান হয়েছে মূলত পারসিকদের জন্য।
- হিন্দুস্তান শব্দটি 262 খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের শিলালেখতে এবং দশম শতকে এক অজ্ঞাতনাম লেখক রচিত ***হুদুদ-অল-আলম*** গ্রন্থে পাওয়া গেছে।
- গ্রিক ও রোমানদের জন্য ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া নামের উৎপত্তি। কারণ গ্রিক ও রোমানরা সিন্ধু বা হিন্দুকে ইন্দুস উচ্চারণ করত।
- এই ইন্দুস উচ্চারণ থেকেই ভারতবর্ষের নাম ইন্ডিয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইন্ডিয়া নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।

Special Tips

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতককে ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসের সূচনাকাল ধরা হয়।
- ব্রিটিশ সোনার মুদ্রাকে কেরোলাইনা বলা হয়।
- কর্ণসুবর্ণের কাছে রক্তমৃত্তিকা বিহারে খননকার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত কিছু ভাস্কর্য কলকাতার জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- মেদিনীপুরের তমলুক, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র থেকে ছাঁচে ঢালা তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে।
- বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের মন্দিরে স্থাপত্যে ‘রুফিং স্টাইল’ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)

(অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা)

◈ আমরা ভারতবাসী। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বাস করি। স্বভাবতই এই রাজ্যের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে আমরা আগ্রহী।

2.1 প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা, বিশেষত ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সম্পূর্ণ বাংলার ইতিহাস বুঝতে সহায়ক হয়। এই বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্ব, অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে তাদের বিবাদ সম্পর্কিত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

টুকরো কথা

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ— প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানে বঙ্গ নামটা পাওয়া যায়, যা ছিল একটি জনপদ, কিন্তু এর বিস্তৃতি সুদূরপ্রসারী ছিল না। এই বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ***ঋগ্‌বেদের*** ঐতরেয় আরণ্যক-এ। এরপর ***মহাভারতে***, কৌটিল্যের ***অর্থশাস্ত্র*** এবং কালিদাসের ***রঘুবংশম*** কাব্য এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখাতেও বঙ্গরাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। মুঘলযুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল ***আইন-ই-আকবরি*** গ্রন্থে এই অঞ্চলকে 'সুবা বাংলা' বলেছেন। পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলটি ঐতিহাসিক বিভিন্ন উপাদানে বাংলা নামে পরিচিত হয়। আবার ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে যেসকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁরাও এই অঞ্চলকে 'বেঙ্গালা' নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিমভাগটা হয় পশ্চিমবঙ্গ, আর পূর্ববাংলা নতুন দেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুন নাম লাভ করল— পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশে পরিণত হয়, আর নতুন নাম হয় বাংলাদেশ।

◈ **প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল**— প্রাচীন বাংলা মূলত তিনটি নদী নিয়ে গড়ে উঠেছিল—ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা। আর এই প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়-সুহ্ম, গৌড়, সমতট, হরিকেল। অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের নামানুসারে জায়গার নাম হত। যেমন— বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি নামগুলি ছিল জনগোষ্ঠীর নাম। তারা যে অঞ্চলে বসবাস করত, সেই অঞ্চলটির নামকরণ হত তাদের নামানুযায়ী।

- **পুণ্ড্রবর্ধন**: পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জুড়ে ছিল। একসময় শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলটিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলটি দুটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত**, এটি প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল। আর **দ্বিতীয়ত**, গুপ্তযুগে এটি ছিল গুপ্ত বংশের সম্রাটদের একটি শাসনাধীন এলাকা বা ভুক্তি।
- **বরেন্দ্র**: প্রাচীন বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছিল বরেন্দ্র, যেটি ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল।
- **বঙ্গ**: প্রাচীনকালে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মাঝে ত্রিভুজের মতো দেখতে ব-দ্বীপ এলাকা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। আবার খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে বঙ্গ বলতে ঢাকা-বিক্রমপুর ও বরিশাল অঞ্চলকে বোঝানো হত, যেগুলি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল।
- **বঙ্গাল**: বঙ্গ অঞ্চলের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল বঙ্গাল অঞ্চলটি।
- **রাঢ়-সুহ্ম**: এই অঞ্চলটির দুটি ভাগ ছিল--- উত্তর রাঢ় বা বজ্রভূমি ও দক্ষিণ রাঢ় বা সুবহভূমি বা সুহ্মভূমি। উত্তর রাঢ় গঠিত ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, বর্ধমান জেলার কিছু অংশ নিয়ে। আর দক্ষিণ রাঢ় গঠিত ছিল হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমানের কিছু অংশ এবং অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিরাট এলাকা নিয়ে।
- **সমতট**: মেঘনা নদী থেকে পূর্বদিকে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি

অঞ্চলের সমভূমিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন সমতট অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। মেঘনা নদী এই অঞ্চলকে বাংলার বাকি অঞ্চল থেকে পৃথক করে রেখেছে।

- **হরিকেল**: সমতট অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল প্রাচীন যুগে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল।
- **গৌড়**: খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের ঐতিহাসিক উপাদান-বরাহমিহিরের রচনা থেকে জানা যায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিমভাগ নিয়ে গৌড় অঞ্চলটি গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের আমলে এই অঞ্চলের সীমা বৃদ্ধি পায়। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাই গৌড়ের প্রধান এলাকা হয় এবং শশাঙ্কের রাজধানী হয় কর্ণসুবর্ণ। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যই গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

বাংলার এইসমস্ত অঞ্চলের মধ্যে কিছু অঞ্চল দীর্ঘকাল স্বাধীন ছিল, আবার কোনো সময় কয়েকটি অঞ্চল অন্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা রাজ্যবিস্তার করতেন তখন সেই অঞ্চলের সীমানাও বদলে যেত। গৌড়ে শশাঙ্কের রাজত্বকালই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

2.2 শশাঙ্ক

◈ **শশাঙ্কের ক্ষমতালাভ ও গৌড়ের উত্থান**: গুপ্ত বংশের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে গুপ্তসম্রাট মহাসেন গুপ্তের সামন্ত রূপে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শশাঙ্ক। গৌড় রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সমগ্র গৌড়দেশ, মগধ, বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং ওড়িশার একাংশ জয় করেন। তাঁর রাজত্ব উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। বাংলার গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শশাঙ্ক। ক্ষমতা লাভের পর তিনি একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা গৌড়তন্ত্র নামে পরিচিত।

টুকরো কথা

কর্ণসুবর্ণ— প্রাচীন বাংলার নগর: শশাঙ্ক শাসনাধীন গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। চিনা পর্যটক সুয়ান জাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের চিরুটি রেলস্টেশনের কাছে রাজবাড়ি ডাঙায় প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা অর্থাৎ রাঙামাটির বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বৌদ্ধবিহারের কাছেই গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত। এই বিবরণী থেকে কর্ণসুবর্ণের জলবায়ু, মানুষ, অর্থনৈতিক অবস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্কেও জানা যায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর রাজা জয়নাগ কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন। পাল-সেন আমলের কোন উপাদানে এই নগরটির কোন উল্লেখ নেই।

◈ **শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের সংঘাত**: গৌড়রাজ শশাঙ্ক বাংলা-বিহার-ওড়িশার কিছু অংশ জয় করে উত্তর ভারতের কনৌজ দখল করতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন। সপ্তম শতকে এই শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন সংঘাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

◈ **শশাঙ্কের শাসনকালে বাংলার অর্থনীতি**: গৌড়ের শাসনকালে বাংলায় ব্যাবসার অবনতির ফলে সমাজে শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব কমে যায়, তেমনি নগরের গুরুত্বও হ্রাস পায়। কৃষিকাজ করে জীবিকা-নির্বাহের জন্য সমাজে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সমাজে মহত্তর বা স্থানীয় প্রধানদেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যের অবনতি হওয়ায় স্থানীয় প্রধানরা, বণিক বা শ্রেষ্ঠীদের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়পর্বে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত সোনার মুদ্রা। কিন্তু ধীরে ধীরে যেমন সোনার মুদ্রার মান হ্রাস পায়, ঠিক তেমনি নকল মুদ্রা তৈরির পরিমাণও বেড়ে যায়।

◈ **শশাঙ্কের ধর্মবিশ্বাস**: বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে জানা যায় শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। তাই তাঁকে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলা হয়েছে। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি অনেক বৌদ্ধভিক্ষুকে হত্যা করেছিলেন, তার সঙ্গে বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্মারক ধ্বংস করেছিলেন।

কিন্তু বহু ঐতিহাসিক শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্মের বিরোধী হিসেবে মনে করেননি। কারণ শশাঙ্কের শাসনকালের কয়েক বছর পর চিনা পরিব্রাজক সুয়ান জাং কর্ণসুবর্ণ নগরের কাছে রাঙামাটি বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধির কথা বলেন। আবার শশাঙ্কের মৃত্যুর ৫০ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ৎসিং বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতিও লক্ষ করেন।

টুকরো কথা

মাৎস্যন্যায়: শশাঙ্কের মৃত্যুর পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর বাংলায় কোনো শক্তিশালী রাজার অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাই মাৎস্যন্যায় নামে পরিচিত। বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসক না থাকায় দুর্বল মানুষের ওপর সবলের অত্যাচার চলতেই থাকে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হর্ষবর্ধন, জয়নাগ, ভাস্করবর্মা প্রমুখ রাজা বাংলায় আক্রমণ করলে বাংলার অবস্থার অবনতি ঘটে। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই রকম অরাজক অবস্থা চলার পর বাংলার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে অষ্টম শতকের মধ্যভাগে এক সামন্ত রাজাকে বাংলার রাজা হিসেবে নির্বাচন করার পর মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতির অবসান হয়। এই রাজা হলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।

2.3 বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল: খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত

- **বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা**— বাংলার রাজা হিসেবে সামন্ত রাজা গোপালের নির্বাচন হলে মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতির অবসান হয়। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত বাংলায় পাল বংশের শাসন চলেছিল। কিন্তু এই সময়পর্বে পাল বংশের ক্ষমতা কোনোসময় বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কখনও হ্রাস পেয়েছে।
- **পাল বংশের রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**—
  - **গোপাল:** পাল রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার অধিকাংশ এলাকার ওপর নিজের অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার অরাজক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে গোপাল বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।
  - **ধর্মপাল:** গোপালের পুত্র ছিলেন ধর্মপাল, যিনি ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের সিংহাসনে বসেন। তিনি কনৌজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশ নেন এবং কিছু সময়ের জন্য কনৌজে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
  - **দেবপাল:** ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে পালবংশের সিংহাসনে বসেন। সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেবপাল রাজ্যজয়ের প্রস্তুতি নেন। ধর্মপালের মতো দেবপালও ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে প্রায় বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ দেশ থেকে পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেবপালের পরবর্তীকালে পালদের নিজেদের মধ্যে সমস্যার কারণে তাদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে। ফলে পালদের রাজ্যের সীমা কমে মগধ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার রাজা প্রথম মহীপাল পালদের গৌরব, প্রতিপত্তি ফেরানোর চেষ্টা করেন। একাদশ শতকের শেষদিকে রামপাল রাজা হন। তিনি পালদের ক্ষমতাকে কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রামপালের মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলায় পাল রাজত্ব শেষ হয়ে যায়।

টুকরো কথা

কৈবর্ত বিদ্রোহ: পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে ১০৭০ থেকে ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে, যা কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই কৈবর্তরা ছিল নৌকার মাঝি বা জেলে। আবার অনেকের মতে, এরা ছিলেন পাল আমলের এক জনগোষ্ঠী। এই কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন দিব্য, তাঁর ভাই রুদোক ও রুদোকের পুত্র ভীম। এই বিদ্রোহের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে, দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে কৈবর্তদের ওপর অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, কিংবা রাজ্যে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই বিদ্রোহ হয়। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে পাল রাষ্ট্রের কর্মচারী দিব্য বিদ্রোহ করেন এবং বরেন্দ্রতে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। দিব্যর মৃত্যুর পর রুদোক, তাঁর পরে ভীম সিংহাসন লাভ করেন। কিছু সময় পর রামপাল বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন সামন্ত নায়কদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত করে হত্যা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ আছে।

2.4 বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল

পাল শাসনের পরবর্তীকালে বাংলায় শাসন করে সেন বংশ। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে বাংলায় সেন বংশের শাসন শুরু হয়। সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চল অর্থাৎ মহীশূর ও তার আশেপাশের এলাকায়। সেখান থেকে বাংলায় এসে তাঁরা রাজত্ব করেছিলেন।

বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাট থেকে রাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন আনুমানিক ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং গৌড়, পূর্ববঙ্গ, মিথিলা জয় করে সেন রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি আনুমানিক ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন, আনুমানিক ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন এবং পাল রাজা গোবিন্দ পালকে পরাজিত করেন। বল্লাল সেন আনুমানিক ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকাজ চালান। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন প্রয়াগ, বারাণসী, পুরীতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে।

কিন্তু ১২০৪-১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আক্রমণে বাংলায় সেনদের মূল শাসনকেন্দ্র নদিয়াতে সেন শাসনের অবসান ঘটে। এই সেন বংশের অন্যতম দুজন রাজা ছিলেন বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন।

◈ **পাল ও সেন বংশের শাসনের তুলনামূলক আলোচনা—**

- বাংলার ইতিহাসে পাল ও সেন শাসনের পাল শাসন শুরু হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে, পাল রাজারা প্রায় ৪৫০ বছর রাজত্ব করেন। অন্যদিকে সেন রাজারা একাদশ শতকে বাংলায় রাজত্ব শুরু করলেও তা বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, প্রায় ১০০ বছর সেনদের শাসন বজায় ছিল।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তাঁর পরবর্তীকালে ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল ও রামপাল রাজত্ব করেন। অন্যদিকে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তাঁর পরে রাজত্ব করেছিলেন বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন।
- পাল রাজারা তাঁদের শাসনকালে কিছু যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েন। যেমন— ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব, কৈবর্ত বিদ্রোহ। আবার সেন শাসনেও বল্লাল সেনের গোবিন্দ পালের সঙ্গে বিরোধ বাধে এবং বাংলায় তুর্কি আক্রমণও ঘটে এই সময়েই।

2.5 অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। এমনই একটি শক্তির উত্থান ঘটে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের চালুক্য শক্তির অধীনে। এই শক্তি ছিল রাষ্ট্রকূট। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রকূট নেতা দন্তিদুর্গ, চালুক্য শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজে স্বাধীন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন।

অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে অন্যতম ছিল পাল বংশ, রাজস্থান ও গুজরাটের বৃহৎ অঞ্চলে রাজত্বকারী প্রতিহার বংশ, আর রাষ্ট্রকূট বংশ।

> **টুকরো কথা**
>
> **রাজপুত:** উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজপুত গোষ্ঠীও ছিল উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হুণদের আক্রমণের পরে কিছু মধ্য এশিয়ার উপজাতি মানুষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের বংশধররাই রাজপুত নামে পরিচিতি পায়।

এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে পাল, গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূটরা কনৌজ অঞ্চলের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। যা 'ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব' নামে পরিচিত।

- **ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব:** ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় পাল, গুর্জর- প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে। কনৌজের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। কনৌজ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা লাভের জন্য তিন শক্তিই এই অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ফলত, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ২০০ বছর ধরে এই সংগ্রাম চলে।
- **ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের ফলাফল:** ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূটদের কেউই এককভাবে দীর্ঘসময়ের জন্য কনৌজের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

2.6 দক্ষিণ ভারতের চোলশক্তি

দক্ষিণ ভারতের শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল চোল শক্তি। খ্রিস্টীয় নবম শতকে কাবেরী ও তার শাখানদীর ব-দ্বীপকে কেন্দ্র করে চোল রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়ালয়।

- **বিজয়ালয়**: ৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা মুট্টাবাইয়াকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বিজয়ালয় রাজা হন। তিনি থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়ালয়ের উত্তরসূরিরা এই রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করেন। তার সঙ্গে দক্ষিণের পাণ্ড্য অঞ্চল ও উত্তরের পল্লব অঞ্চলের উপর চোল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **প্রথম রাজরাজ**: চোল রাজা প্রথম রাজরাজ 985 খ্রিস্টাব্দে কেরল, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করেন।
- **রাজেন্দ্র চোল**: প্রথম রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি কল্যাণীর চালুক্য শক্তিকে পরাজিত করেন, আর বাংলায় অভিযান করে গঙ্গানদীর তীরে পাল রাজা প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে ***গঙ্গাইকোণ্ডচোল*** উপাধি নেন। দক্ষ নৌবাহিনী থাকার কারণে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যে বাণিজ্য চলত তার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় চোল শক্তির, যা চোলশক্তির প্রাধান্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

2.7 ইসলাম ও ভারত

◈ **আরব দেশে ইসলাম ধর্ম**: ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান হল আরব। ভারতের পশ্চিমে আরব সাগরের ওপারে আরব উপদ্বীপ বা আরব দেশ অবস্থিত। আরবের যাযাবর মানুষদের বেদুইন বলা হয়। আরব দেশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহর ছিল মক্কা ও মদিনা। আরব দেশের বেশির ভাগটাই মরুভূমি বা শুকনো ঘাস জমি অঞ্চল। আরব উপজাতির কাছে ব্যবসাই ছিল প্রধান জীবিকা। আরব দেশে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মোহম্মদ ইসলাম নামের নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত ছিলেন। হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর আগেই আরবে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

◈ **হজরত মোহম্মদের জীবন ও কার্যাবলি**: হজরত মোহম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন সাধনার পর ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে আল্লাহ্-র দূত হিসেবে অভিহিত করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তাঁর ওপরই অর্পিত হয়। এরপরই তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহম্মদ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদিনা শহরে চলে যাওয়ার ঘটনাকে আরবি ভাষায় 'হিজরত' বলা হয়। পরে ঐ সময় থেকে হিসাব করেই 'হিজরি' নামে ইসলামীয় সাল গণনা শুরু হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহম্মদের দেহাবসান ঘটে।

তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোরান ও কাবা।

> **টুকরো কথা**
>
> **কোরান**: কোরান হল ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মুসলমানদের বিশ্বাস কোরান হল আল্লাহর বাণী।
>
> **কাবা**: মক্কায় মসজিদ-ই-হরম নামে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের মাঝে থাকা পবিত্র ভবনই হল কাবা। কাবার অপর নাম হল বাইতুল্লাহ। এরই এক কোণে থাকা কালো রঙের একটি ছোটো পাথর 'হাজার উল আসওয়াদ' নামে পরিচিত।

> **টুকরো কথা**
>
> **খলিফা ও খিলাফৎ**: হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর পরে ইসলাম জগতের নেতৃত্ব দানে মোহম্মদের প্রধান চার সঙ্গী একে একে মুসলমানদের ধর্মগুরু নির্বাচিত হন। এই ধর্মগুরুরাই খলিফা নামে পরিচিত হন। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। যে অঞ্চলগুলিতে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অঞ্চলগুলিকে বলা হত 'দার উল ইসলাম'। এই অঞ্চল খলিফার অধিকারে থাকায় 'খিলাফৎ' নামে পরিচিতি পায়।

> **টুকরো কথা**
>
> **পরবর্তী খিলাফৎ**: হজরত মহম্মদের পরে চারজন সঙ্গী খলিফা হন। এরপর এই খলিফা পদটি কিছু রাজবংশের হাতে চলে যায়—উম্মাইয়া, আব্বাসিয়া, ফতিমিদ, ও অটোমান। এরা পরবর্তী খিলাফৎ নামে পরিচিত।

টুকরো কথা

ভারত ও আরব সভ্যতা: তুর্কিরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই ইসলামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল। অষ্টম থেকে নবম শতকে আরব বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতেন বাণিজ্য করতে। বণিকদের মাধ্যমে এই যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে ভারতে।

আবার ভারতের সঙ্গে আরব সভ্যতার সংযোগ ঘটে আরবদের সিন্ধু প্রদেশ অভিযান ও জয়ের মাধ্যমে। এমনই একটি অভিযান হয় ৭১২ খ্রিস্টাব্দে, যেখানে মুসলমানদের সেনাপতি মোহম্মদ বিন কাশেমের কাছে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর রাজা দাহির, রাওড়ের যুদ্ধে পরাজিত হন। আর তখনই আরবরা সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে নেয়।

পরবর্তীকালে ভারতে যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার সূচনা এইসময় থেকেই হতে থাকে। এই আরবদের পর অপর মুসলমান শক্তি তুর্কিরা ভারতে আক্রমণ করে।

টুকরো কথা

গজনির সুলতান মাহমুদ: গজনির ইয়ামিনি বংশের মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মন্দির ও মঠ থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যে ব্যয় করা। সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিছু স্থান দখল করেন। তা ছাড়া তিনি বহু মন্দির লুণ্ঠন করেন। যার মধ্যে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ছিল উল্লেখযোগ্য। এই লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যবহার করে গজনি ও অন্যান্য শহরকে সুসজ্জিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মাহমুদের সময়ের দুজন জ্ঞানী পণ্ডিত হলেন— অলবিরুণি ও ফিরদৌসি। অলবিরুণি'র লেখা ***কিতাব অল-হিন্দ*** এবং ফিরদৌসির রচিত ***শাহনামা*** ছিল উল্লেখযোগ্য।

◈ **মোহম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণ**: গজনির সুলতান মাহমুদের পরে ভারত আক্রমণ করেন মোহম্মদ ঘুরি। তিনি ছিলেন পশ্চিম আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের শাসক। তিনি লাহোর, পশ্চিম পাঞ্জাব, মুলতান জয় করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাঞ্জাব দখলে উদ্যত হলে , দিল্লি ও আজমির অঞ্চলের চৌহান বংশের রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে মোহম্মদ ঘুরি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত ও নিহত করেন। মোহম্মদ ঘুরি দিল্লি, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

◈ **বাংলায় তুর্কি অভিযান**: বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বখতিয়ার খলজি। তিনি আফগানিস্তানের খলজি জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন।

টুকরো কথা

মাত্র আঠারোজন ঘোড়সওয়ার মিলে বাংলা জয়! তাও কি হয়?

আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেন। অনুমান করা হয় এই নদিয়া বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের ***তবকাত-ই-নাসিরি*** গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ১৭ জন সৈন্য নিয়ে বাংলার রাজধানী নদিয়া জয় করেছিলেন। এই আক্রমণের সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মণ সেন প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে নৌকায় করে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। সেইসময় বখতিয়ার খলজি নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী বা লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন।

বখতিয়ার খলজি সৈন্যদলকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন, অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণের সময় ১৭ জন সৈন্য থাকলেও কিছু সময় পরই আরও সৈন্যদল চলে আসে এবং তাদের সাহায্যে বখতিয়ার খলজি নদিয়া জয় সম্পূর্ণ করেন।

◈ **বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের ফলাফল**: বখতিয়ার খলজি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা মূলত সেনাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বাংলায় লক্ষ্মণাবতী বা লখনৌতিতে মসজিদ, শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের থাকার জন্য আস্তানা তৈরি করে দেন, যা

বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারে সহায়ক হয়।

অন্যদিকে বখতিয়ার খলজি লখনৌতি সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তার ঘটান। কিন্তু 1206 খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে বাংলায় তুর্কি অভিযান-এর পর্বও শেষ হয়।

KEY POINTS

- প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়-সুহ্ম, গৌড়, সমতট, হরিকেল।
- উত্তর রাঢ় বজ্জভূমি এবং দক্ষিণ রাঢ় সুবহভূমি বা সুহ্মভূমি নামে পরিচিত ছিল।
- গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শশাঙ্ক।
- শশাঙ্ক ক্ষমতা লাভের পর গৌড়ে একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা গৌড়তন্ত্র নামে পরিচিত।
- শশাঙ্ক শাসনাধীন গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর বাংলায় কোনো শক্তিশালী রাজার অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাই ***মাৎস্যন্যায়*** নামে পরিচিত।
- পাল রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।
- গোপালের পুত্র ছিলেন ধর্মপাল, যিনি ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের সিংহাসনে বসেন।
- দেবপালের শাসনকালে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে প্রায় বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ দেশ থেকে পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল।
- পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে ১০৭০ থেকে ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে, যা কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
- খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হুণদের আক্রমণের পরে মধ্য এশিয়ার কিছু উপজাতির মানুষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে।
- ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় পাল, গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে।
- প্রথম রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি কল্যাণীর চালুক্য শক্তিকে পরাজিত করেন, আর বাংলায় অভিযান করে গঙ্গানদীর তীরে পাল রাজা প্রথম মহীপালকে পরাজিত করেন। এই জয়ের কারণে তিনি ***গঙ্গাইকোণ্ডচোল*** উপাধিও নেন।
- আরব দেশে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মোহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন। ইসলাম ধর্মের অনুরাগীরা মুসলমান নামে পরিচিত।
- ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহম্মদ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদিনা শহরে চলে যান। মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়ার ঘটনাকে আরবি ভাষায় ***হিজরত*** বলা হয়।
- খলিফা শব্দটি একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর।
- গজনির ইয়ামিনি রাজবংশের মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের ধনসম্পদ লুঠ করা অর্থাৎ মন্দির ও মঠ থেকে ধনসম্পদ লুন্ঠন করে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যে ব্যয় করা।
- পরে ভারত আক্রমণ করেন মোহম্মদ ঘুরি। যিনি ছিলেন ভারতে মুসলমান শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মোহম্মদ ঘুরি দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে দিল্লি, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১২০৪-১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আক্রমণে বাংলায় সেনদের মূল শাসনকেন্দ্র নদিয়াতে সেন শাসনের অবসান ঘটে।
- বখতিয়ার খলজি লখনৌতি রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন। উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত সীমানার বিস্তার ঘটান।

Special Tips

- শশাঙ্ক শাসন ক্ষমতা লাভ করে 'বঙ্গাব্দ' চালু করেন।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র মানব।
- ধর্মপাল বিহারের ওদন্তপুরীতে একটি দর্শনীয় মঠ স্থাপন করেন।
- লক্ষ্মণসেন কর্তৃক নির্মিত উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন হল 'লকমা রাজবাড়ি'।
- সুলতান মাহমুদকে উৎসর্গ করে কবি ফিরদৌসি ***শাহনামা*** কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।
- দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করার সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় দিব্যক স্তম্ভ নির্মিত হয়।

পাঠ্যপুস্তকের 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো' অংশের প্রশ্নোত্তর

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

ⓚ বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ______ (ঐতরেয় আরণ্যক / আইন-ই-আকবরি/ অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।

উ ঐতরেয় আরণ্যক

ⓚ প্রাচীন বাংলার সীমানা তৈরি হয়েছিল ______, ______ এবং ______ (ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা/ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু/ কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী) নদী নিয়ে।

উ ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা

ⓖ সকলোত্তরপথনাথ উপাধি ছিল ______ (শশাঙ্কের / হর্ষবর্ধনের / ধর্মপালের)।

উ হর্ষবর্ধনের

ⓖ কৈবর্ত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন ______ (ভীম / রামপাল/ প্রথম মহীপাল)।

উ ভীম

ⓤ সেন রাজা ______ (বিজয় সেনের/ বল্লাল সেনের / লক্ষ্মণ সেনের) আমলে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ঘটে।

উ লক্ষ্মণ সেনের

ⓒ সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন ______ মোহম্মদ ঘুরি / মিনহাজ-ই-সিরাজ/ ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বখতিয়ার খলজি)।

উ মিনহাজ-ই-সিরাজ

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
বজ্রভূমি	বৌদ্ধ বিহার
লো-টো-মো-চিহ্	আধুনিক চট্টগ্রাম
গঙ্গাইকোণ্ডচোল	বাক্‌পতিরাজ
গৌড়বহো	উত্তর রাঢ়
হরিকেল	অলবিরুণি
কিতাব অল-হিন্দ	প্রথম রাজেন্দ্র

উ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
বজ্রভূমি	উত্তর রাঢ়
লো-টো-মো-চিহ্	বৌদ্ধ বিহার
গঙ্গাইকোণ্ডচোল	প্রথম রাজেন্দ্র
গৌড়বহো	বাক্‌পতিরাজ
হরিকেল	আধুনিক চট্টগ্রাম
কিতল-হিন্দ	অলবিরুণি

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো:

ⓚ **এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র দেখো। তাতে আদি-মধ্য যুগের বাংলার কোন্ কোন্ নদী দেখতে পাবে?**

উ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র লক্ষ করলে আদি-মধ্য যুগের অজয় নদ, ময়ূরাক্ষী নদী, ভাগীরথী নদী, কাঁসাই নদী, রূপনারায়ণ নদ, দামোদর নদ, গঙ্গা নদী, সুর্বণরেখা নদী, পদ্মা নদী, যমুনা নদী, আত্রাই নদী, ব্রহ্ম পুত্র নদ-কে আমরা দেখতে পাব।

ⓚ **শশাঙ্কের আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভেবে নিয়ে লেখো।**

উ **(i) কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ঃ** শশাঙ্কের আমলে বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়েছিল বলে মনে করা হয়, তাই অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল। **(ii) মুদ্রা ঃ** এসময় বাংলায় সোনার মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও তা ছিল নিম্নমানের। এ ছাড়া নকল সোনার মুদ্রাও ছড়িয়ে পড়েছিল। সোনার মুদ্রা ছিল বলে রূপোর মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। **(iii) গ্রাম কেন্দ্রিক সমাজ ঃ** কৃষিনির্ভরতার কারণে সমাজ ক্রমে গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। সুয়ান জাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ⓖ **'মাৎস্যন্যায়' কী?**

উ 'মাৎস্যন্যায়' বলতে দেশের অরাজক অবস্থা বা স্থায়ী রাজার অভাবকে বোঝায়। 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ মাছের ন্যায় আচরণ। পুকুরের বড়ো মাছ যেমন সুযোগ পেলে ছোটো মাছকে গিলে খায়, তেমনই শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় সবলরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। কেননা এসময় কোন রাজা ছিলেন না। এই অরাজক অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। অবশেষে মানুষের সাহায্যে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল রাজা নির্বাচিত হন।

ⓖ **খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কেমনভাবে গড়ে উঠেছিল?**

উ খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকে সারা ভারত জুড়ে নানা আঞ্চলিক শক্তি নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়েছিল। মূলত কোনো শক্তিশালী রাজশক্তির অভাবে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সাম্রাজ্য গড়ে না ওঠার ফলে শশাঙ্কের

নেতৃত্বে স্বাধীন গৌড়, পাল, সেন, চোল, পল্লব, পাণ্ড্য, পুষ্যভূতি-সহ নানা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এসময় সামন্ত, মহাসামন্ত বা মন্ডলেশ্বর উপাধিকারী জমিদার বা যোদ্ধারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে এঁরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ⓢ **সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? কীভাবে তাঁরা বাংলায় শাসন কায়েম করেছিলেন?**

উঃ মহীশূরের পাশ্ববর্তী এলাকা বা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট ছিল সেন শাসকদের আদি বাসস্থান।

- **সেন রাজাদের শাসনঃ** পাল রাজাদের শাসনের শেষ দিকেই বাংলায় সেন শাসনকার্যের সূত্রপাত হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বাংলার ওপরে পাল রাজাদের কর্তৃত্ব তেমনভাবে ছিল না। কেবল পূর্ব বিহারে এবং উত্তর বাংলায় পাল রাজাদের শাসন টিকে ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেন বংশের সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল শাসনের শেষ দিকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বাংলার সেন বংশের রাজত্ব স্থাপনে অনুঘটকের কাজ করেছিল।

ⓒ **সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে লুঠকরা ধন-সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?**

উঃ গজনির শাসক সুলতান মাহমুদ অন্য দেশের প্রতি যেমন নির্দয় ছিলেন তেমনই নিজের দেশের উন্নতিতে সর্বদা সদয় ছিলেন। আনুমানিক ১০০০ -১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে সুলতান মাহমুদ প্রায় ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

1. **সম্পদের লুণ্ঠন:** তৎকালীন ভারতবর্ষে সম্পদের প্রাচুর্য ছিল লক্ষণীয়। সুলতান মাহমুদ তৎকালীন ভারতবর্ষের বেশকিছু হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং সেই লুণ্ঠিত সম্পদ নিজের সাম্রাজ্যের জন্য ব্যয় করবেন বলে নিজের দেশে নিয়ে যান।
2. **সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণ:** গজনির শাসক সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষে শাসন করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, ভারতের সম্পদই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। যা তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের উন্নতিতে, বিশেষত তাঁর রাজধানী খোরাসান অঞ্চলের উন্নতিতে ব্যয় করেছিলেন বলে মনে করা হয়।
3. **জনকল্যাণমূলক প্রকল্প:** গজনির শাসক সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়ে নিজ সাম্রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁধ, জলাধার, প্রাসাদ, গ্রন্থাগার, বাগিচার মতো নানা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন।
4. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ:** এই অর্থে মাহমুদ বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার ও একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।

৪। বিশদে (১০০-১২০টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

ⓚ **প্রাচীন বাংলার রাঢ়-সুহ্ম এবং গৌড় অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ দাও।**

উঃ আমাদের বর্তমান বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে, যা আগে প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বাংলার সীমানা ছিল নদী দ্বারা নির্ধারিত, যা বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান অঞ্চলগুলি হল— বঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট, হরিকেল, সুহ্ম। প্রাচীন বাংলার এই সকল অঞ্চলগুলির মধ্যে এক একটি অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ছিল।

নিম্নে প্রাচীন বাংলার **রাঢ়-সুহ্ম** এবং **গৌড়**-এর ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

◈ **ভৌগোলিক বিবরণ**—

- **রাঢ়-সুহ্ম:** প্রাচীন বাংলার রাঢ় অঞ্চল দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল— 1 উত্তর রাঢ়, 2 দক্ষিণ রাঢ়। এই দুই রাঢ় অঞ্চল অজয় নদ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত ছিল।
  1. **উত্তর রাঢ়:** প্রাচীন জৈন ঐতিহ্য অনুসারে উত্তর রাঢ় বজ্জভূমি বা বজ্রভূমি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান কালের বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনার একাংশ, বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তর ভাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম ভাগ ছিল উত্তর রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত।
  2. **দক্ষিণ রাঢ়:** প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে দক্ষিণ রাঢ় সুব্ভভূমি বা সুহ্মভূমি এলাকা নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ রাঢ় ছিল বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল। বিশেষত বর্তমান সময়ের হুগলি, হাওড়া, অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল, বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরভাগ ব্যতীত বাকি অঞ্চল ছিল দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত।
- **গৌড়:** গৌড় ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বরাহমিহিরের রচনা থেকে জানা যায় গৌড়

অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ নিয়ে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে মগধ-বুদ্ধগয়া, ওড়িশার একাংশ, উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত গৌড়ের সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল। শশাঙ্ক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গৌড়ের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে গৌড় অন্যতম হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে গৌড় বলতে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যকে বোঝানো হত।

(খ) **শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কেমন ছিল, সে বিষয়ে তোমার মতামত দাও।**

উ বৌদ্ধদের সঙ্গে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সম্পর্ক কেমন ছিল সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকমহলে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন— ধর্মীয় মতাদর্শের দিক থেকে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শৈব বা শিবের উপাসক।

শশাঙ্ক ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সম্পর্ক—

1. **নেতিবাচক সম্পর্ক:** হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট, পরিব্রাজক সুয়ান জাং প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবরণ থেকে শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে জানা যায়। সুয়ান জাং-এর ভ্রমণ বিবরণীতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের পবিত্র স্মারক ধ্বংস করা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করার মতো গুরুতর অভিযোগ সহ শশাঙ্ককে 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত *হর্ষচরিত*-এ রাজা শশাঙ্কের নিন্দা করে তাঁকে 'গৌড়াধম' ও 'গৌড়ভুজঙ্গ' উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
2. **ইতিবাচক সম্পর্ক:** হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট, পরিব্রাজক সুয়ান জাং প্রমুখ ব্যক্তিরা শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্মের প্রতি নেতিবাচক প্রভাবকে তুলে ধরলেও তা কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয়। কারণ শশাঙ্কের শাসনের কয়েক বছর পরেও পরিব্রাজক সুয়ান জাং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। চিনা পর্যটক ই-ৎ সিঙ্ শশাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্ক সম্পূর্ণ বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে তাঁর রাজ্যে তাঁর মৃত্যুর পরেও বৌদ্ধ ধর্মের এই ধরণের উন্নতি লক্ষ করা যেত না।
3. **অতিরঞ্জনের অভিযোগ:** শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. রমাপ্রসাদ চন্দ-এর মতো ঐতিহাসিকরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট, পরিব্রাজক সুয়ান জাং হর্ষবর্ধনের অনুরাগী হওয়ায় তাঁদের লেখায় শশাঙ্ক-বিদ্বেষী চিত্র ফুটে উঠেছিল, যা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত বলেই মনে করা হয়। কিন্তু বাণভট্ট, সুয়ান জাং শশাঙ্কের অনুরাগী হলে শশাঙ্কের সুনামও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

এইভাবে শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গেলে দেখা যায় শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী চরিত্রটি আসলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়েছিল, তাই শশাঙ্কের বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্কে যে ধারণা আমরা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

(গ) **ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল?**

উ প্রাচীন ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট এবং পূর্ব ভারতের পাল শাসকদের মধ্যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল।

ত্রিশক্তি সংগ্রামের কারণগুলি হল—

1. **কনৌজের ভৌগোলিক গুরুত্ব:** রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করার দরুন রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজ শ্রেষ্ঠনগরী বা 'মহোদয়শ্রী'-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। তাই প্রত্যেক রাজাই কনৌজ দখল করতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন।
2. **পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা:** উত্তর ভারতের বাণিজ্যপথগুলি শ্রেষ্ঠনগরী কনৌজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট এবং পূর্ব ভারতের পাল শাসকরা এই বাণিজ্যপথগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে লাভবান হতে চেয়েছিলেন।
3. **সামরিক গুরুত্ব ও যোগাযোগ:** গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার জন্য কনৌজ থেকে স্থলপথ ও জলপথ ধরে সামরিক

অভিযান করা ছিল সহজ এবং নিরাপদ। তাই পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট এবং পূর্ব ভারতের পাল শাসকরা কনৌজ দখল করে সেখানে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

4 **রাজনৈতিক গুরুত্ব**: তৎকালীন সময়ে কনৌজ ছিল সবদিক থেকে উন্নত একটি নগর। তাই সব শক্তিধর রাষ্ট্রই চাইত কনৌজের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে, যার অর্থ ছিল ভারতের সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া।

প্রায় দুশো বছর ধরে চলা ত্রিশক্তি সংগ্রামে পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট এবং পূর্ব ভারতের পাল শাসকরা কেউই স্থায়ীভাবে কনৌজের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বরং দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সংগ্রামে তিনটি রাষ্ট্রেরই অবক্ষয় ঘটেছিল।

(ঘ) **ছক ২.১ ভালো করে দেখো। এর থেকে পাল ও সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।**

উ পাল ও সেন শাসনের তুলনাগুলি হল—

বিষয়	পাল রাজবংশ	সেন রাজবংশ
1 প্রতিষ্ঠাতা	পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।	সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্তসেন।
2 উল্লেখযোগ্য শাসক	গোপাল ব্যতীত পাল রাজবংশের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল প্রমুখ।	সামন্তসেন ব্যতীত সেন রাজবংশের শাসক ছিলেন হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রমুখ।
3 শাসনকাল	৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ	খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ
6 ধর্ম চেতনা	পাল রাজবংশের শাসকরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।	সেন রাজবংশের শাসকরা প্রথমে বংশগতভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়ে যান।

(ঙ) **দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করো। কোন্ কোন্ অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?**

উ **চোল শক্তির উত্থান ও তার পটভূমি**: খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে দক্ষিণ ভারতে বেশকিছু আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে পল্লব, পাণ্ড্য, চোলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চোলদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়ালয়। খ্রিস্টীয় নবম শতকে তিনি রাজা মুট্টাবাইয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে কাবেরী ও তার শাখানদীগুলির বদ্বীপ অঞ্চলকে ঘিরে চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর ছিল চোলদের রাজধানী। এরপর চোলরাজা প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে চোল রাজ্যের বিস্তার ঘটে।

- **চোল রাজ্যভুক্ত অঞ্চল**—
  - রাজা বিজয়ালয়ের পরবর্তী শাসকরা দক্ষিণে পাণ্ড্য ও উত্তরে পল্লব অঞ্চল চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।
  - চোলরাজা প্রথম রাজরাজ ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ভারতের কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোলদের প্রতিপত্তি বিস্তার করেন।
  - রাজা প্রথম রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র কল্যাণীর চালুক্যদের পরাজিত করেছিলেন।
  - প্রথম রাজেন্দ্র গঙ্গাতীরে বাংলার পালবংশের শাসক প্রথম মহীপালকে হারিয়ে 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' বা 'গঙ্গা বিজেতা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
  - চোল রাজ প্রথম রাজেন্দ্র সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাজিত করে সিংহল জয় করেছিলেন।

(চ) **ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে আরব দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব দেশে কী বদল এনেছিল?**

উ **ইসলাম ধর্মপ্রচারের আগে আরব দেশ**: ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমভাগে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর অবস্থিত। এই দেশে খুবই কম বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার যাযাবর মানুষরা বেদুইন নামে পরিচিত ছিল। আরব উপদ্বীপের প্রধান দুটি শহর হল মক্কা এবং মদিনা।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকে আরব উপদ্বীপের মানুষ ব্যাবসাকেই তাদের প্রধান জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। মক্কা শহর ছিল দুটি বাণিজ্যিকেন্দ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি শহর, যাকে দখল করার জন্য প্রায়ই বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধত।

আরব বেদুইনদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও উটের দুধ।

- **ইসলাম ধর্মপ্রচারের পরে আরব দেশ**: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে আরব উপদ্বীপে এক নতুন ধর্মরূপে ইসলাম ধর্মের সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ঘোষণা করেন আল্লাহ তাঁকে দূত মনোনীত করেছেন। তিনি মক্কা ও মদিনাকে

কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। ইসলাম ধর্মপ্রচারের ফলে আরব উপদ্বীপে সংঘর্ষ এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ বন্ধ হয় এবং সমগ্র আরব ভূখণ্ড জুড়ে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কাবা শরিফ ইসলামের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০টি শব্দের মধ্যে):

ⓚ **মনে করো তুমি রাজা শশাঙ্কের আমলের একজন পর্যটক। তুমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছ। পথে তুমি কোন্ কোন্ অঞ্চল ও নদী দেখতে পাবে? কর্ণসুবর্ণে গিয়েও বা তুমি কী দেখবে?**

উ আমি এক চৈনিক পর্যটক, আমার নাম সুং মিং হাংচাং। আমি তাম্রলিপ্ত থেকে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অভিমুখে চলেছি।

- **পটভূমিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য**—আমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যেতে গিয়ে জলপথে চন্দ্রকেতুগড়, ত্রিবেণী, নবদ্বীপের মতো জনপদ অতিক্রম করে দক্ষিণ রাঢ়ের তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তর রাঢ়ের কর্ণসুবর্ণ পৌঁছেছি। এই অঞ্চলের ভূমিরূপ সমতল এবং নীচু। প্রচুর গাছগাছালি ভরা এই অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজমি রয়েছে। তাই এখানকার মানুষজনের মূল জীবিকা কৃষিকাজ। আমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যেতে গিয়ে ভাগীরথী নদী, কাঁসাই নদী, রূপনারায়ণ নদী, অজয় নদ, ময়ূরাক্ষী নদ দেখতে পেয়েছি। যাত্রাপথে আমি এখানকার মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি। এখানকার মানুষ খুবই অতিথিপরায়ণ।
- **কর্ণসুবর্ণের দৃশ্য**— কর্ণসুবর্ণে পৌঁছানোর পর দেখলাম এখানকার অধিকাংশ বাড়িই ইট, কাঠ দিয়ে তৈরি। রাজা শশাঙ্কের রাজপ্রাসাদটিও চমকপ্রদ, রাজপ্রাসাদটি নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আমি এখানে আসার আগে শুনেছিলাম যে, এখানকার শাসক বৌদ্ধবিদ্বেষী, কিন্তু এখানে তা দেখতে পাইনি। এখানে শৈব ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষেরা একসঙ্গে বসবাস করে এমন চিত্রই চোখে পড়েছে। বরং এখানে নগরসংলগ্ন রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের অবস্থান চোখে পড়েছে। কর্ণসুবর্ণ ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্যও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল।

ⓚ **মনে করো দেশে মাৎস্যন্যায় চলছে। তুমি ও তোমার শ্রেণির বন্ধুরা দেশের রাজা নির্বাচন করতে চাও।** তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।

উ আমি ও আমার শ্রেণির বন্ধুরা একটি সংলাপ রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলার মাৎস্যন্যায় পর্বে যে অরাজকতা এবং তার পরে কীভাবে তার অবসান হল তা ফুটিয়ে তুলব। আমি এবং আমার বন্ধুরা মিলে সামন্তরাজা এবং রাজা গোপালের ভূমিকা পালন করব।

- **বাস্তবে কাল্পনিক সংলাপ**—

প্রথম সামন্ত: বাংলার এই চরম অরাজক অবস্থা থেকে বাংলাকে বাঁচাতেই হবে, যেভাবেই হোক। তাই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তাহলে আর অপেক্ষা কীসের? চলুন তবে আলোচনায় বসা যাক।

দ্বিতীয় সামন্ত: হ্যাঁ চলুন আলোচনা শুরু করা যাক।

প্রথম সামন্ত: হ্যাঁ চলুন।

তৃতীয় সামন্ত: একি অবস্থা চলছে বলুন তো? চারিদিকে অরাজকতা আর অরাজকতা, এতো রীতিমতো মাৎস্যন্যায় চলছে।

দ্বিতীয় সামন্ত: মানুষেরা তো ব্যঙ্গ করে একেই গৌড়তন্ত্র বলে বলাবলি করছে।

প্রথম সামন্ত: একজন সর্বগুণসম্পন্ন শক্তিশালী রাজাই পারেন বাংলাকে এই অরাজক অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে।

দ্বিতীয় সামন্ত: তা, এমন রাজা পাবেন কোথায়? এমন রাজা পাওয়াও তো আর সহজ কথা নয়?

তৃতীয় সামন্ত: যদি আপনারা রাজি থাকেন তবে আমি একজনের নাম প্রস্তাব করতে পারি।

সামন্তগণ (সমস্বরে): হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলুন বলুন।

তৃতীয় সামন্ত: রাজা হওয়ার জন্য যেসকল গুণের প্রয়োজন রয়েছে আমার মনে হয় তার সব গুণই সামন্তরাজ গোপালের মধ্যে আছে। আমি তার নামই সর্বসমক্ষে প্রস্তাব করছি।

সামন্তগণ (সমস্বরে): আপনার প্রস্তাবের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে।

প্রথম সামন্ত: তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সামন্তরাজ গোপালকে রাজপদটি অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ জানানো হোক।

সামন্তরাজা গোপাল: আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব আমার ওপর সঁপেছেন, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। আশা রাখি আমার রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা লাভ করব।

ⓖ **মনে করো যে তুমি কৈবর্ত নেতা দিব্য। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগগুলি কী কী থাকবে? কীভাবেই বা তুমি তোমার বিদ্রোহী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করবে তা লেখো।**

উ আমি বরেন্দ্রভূমির বাসিন্দা, বরেন্দ্রভূমির এক সামন্তনেতা। তোমরা সকলেই আমার নামের সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। আমার নাম দিব্যক। আজ নানা কারণে দেশজুড়ে নানা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য আজ আমাকে কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্বভার কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। পাল রাজদের বিরুদ্ধে আমার অনেকগুলি অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি হল—

- পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপাল একজন অযোগ্য শাসক। তিনি জনগণকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, দেশকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। তাই তাঁর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতেই হবে। কেননা তিনি একজন অত্যাচারী শাসক।
- আমাদের মূল জীবিকাই হল মাছ ধরা। পাল রাজা মৎস্য শিকার, মৎস্য হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের তাহলে চলবে কীভাবে সেটা কী রাজা ভেবেছেন একবারও?
- তিনি তাঁর পরিবারেরও খেয়াল রাখেন না। বরং পরিবারের বাকিদের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সিংহাসন দখল করে নিতে পারে। এমনকি তিনি নিজের দুই ভাই দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালকে বন্দি করে সিংহাসনে বসেছেন। তিনি এমন মানুষ যে নিজের পরিবারের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি রাজ্যের মানুষকে কী চোখে দেখবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সকল অভিজ্ঞতার কারণে আমি কৈবর্তদের নেতা হিসেবে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কৈবর্তদের এই বিদ্রোহে কৈবর্ত জাতির প্রত্যেক মানুষের সমর্থন আছে।

সেনাদল গঠন এবং পরিচালনা—

- আমি বিদ্রোহীদের নিয়ে সেনাদল গঠন করার আগে তাদেরকে আমার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জানাতে চাই।
- আমরা এই বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেব।
- এই জন্য আমাদের লক্ষ্য পূরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, লড়াই করতে হবে।

আমার রণকৌশল—

- আমাদের সৈন্যদলের সকলের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত কয়েকজন ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- সংবাদ আদানপ্রদান করা, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।
- আমাদের রণকৌশল দেখে বেশ কিছু সামন্তপ্রভু আমদের সঙ্গে এই লড়াইতে যোগ দিয়ে আমাদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন।
- আমরা প্রথমে রাজাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করব না, আমরা প্রথমে রাজদরবারে গিয়ে আমাদের দাবি পেশ করব, রাজা সেই দাবি না মানলে আমরা আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করব।

ⓖ **মনে করো তুমি বাংলায় তুর্কি আক্রমণের দিন দুপুরবেলায় নদিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলে। সেই সময় কী দেখলে?**

উ আমি দুপুরে নদিয়ার রাজপথে হাঁটতে বেরিয়েছি। হঠাৎ খবর পেলাম যে আজ তুর্কিরা আমাদের বাংলা আক্রমণ করেছে।

- **ঘটনার বিবরণ—** সময়টা প্রায় মাঝদুপুর। আমি নদিয়ার রাজপথ দিয়ে আমার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি। পথচলতি অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হল, তারা কেউ স্নান সেরে ফিরছে আবার কেউ বা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে। অনেকের বাড়িতে দুপুরের আহার চলছে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রায় রাজবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হঠাৎ দেখলাম সতেরো-আঠারো জন ঘোড়সওয়ার রাজপথের ধুলো উড়িয়ে আমার পাশ কাটিয়ে দ্রুত রাজবাড়ির দিকে চলে গেল। আশেপাশের পথচলতি মানুষ, দোকানগুলি থেকে ইতিউতি বলাবলি করছে শুনতে পেলাম 'এই লোকগুলি ঘোড়াগুলিকে রাজার কাছে বিক্রি করতে নিয়ে এসেছে। এদের ঘোড়াগুলি বিদেশ থেকে আনা হয়েছে এবং এরা খুব শক্তিশালী।'

এমনভাবে এসব কথা শুনতে শুনতে নিজের মনে পথ চলছি, হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে চমকে উঠলাম। চিৎকারটা রাজবাড়ির প্রবেশপথ থেকেই এসেছে বলে মনে হল। রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ওই বিদেশি অশ্বারোহীরা রাজবাড়ির প্রবেশপথের রক্ষীদেরকে হত্যা করে রাজবাড়ির ভিতরে চলে গেল। এমন দৃশ্য দেখে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে

গেল। এর পরেই ভিতর থেকে অহরহ চিৎকার শুনতে পেলাম। এই ঘটনা দেখে এটা বুঝতে আর বাকি রইল না যে আমাদের রাজ্যের রাজপ্রাসাদ বিদেশি শক্তির আক্রমণের কবলে পড়েছে। এরা ব্যবসায়ী নয়, এরা আক্রমণকারী। আমাদের রাজ্য দখল করতে এসেছে। এরা ছিল তুর্কি। আর আমাদের রাজা হলেন লক্ষ্মণ সেন।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

প্রশ্নমান 1

1. বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—
ⓐ ঋকবেদে ⓑ সামবেদে ⓒ যজুর্বেদে ⓓ অথর্ববেদে
উত্তর ⓐ ঋকবেদে
ব্যাখ্যা বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ।

2. ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখাতে কোন্ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়?
ⓐ কাশ্মীর ⓑ হরিয়ানা ⓒ বঙ্গ ⓓ তামিলনাড়ু
উত্তর ⓒ বঙ্গ
ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখাতে বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

3. প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল—
ⓐ বঙ্গ ⓑ গৌড় ⓒ পুণ্ড্রবর্ধন ⓓ শ্রীহট্ট
উত্তর ⓒ পুণ্ড্রবর্ধন
ব্যাখ্যা প্রাচীন বাংলার আঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।

4. কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যে কোন্ দুটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়?
ⓐ বঙ্গ ও সুহ্ম ⓑ পুণ্ড্র ও সুহ্ম ⓒ তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গ ⓓ সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত
উত্তর ⓐ বঙ্গ ও সুহ্ম
ব্যাখ্যা কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যে বঙ্গ ও সুহ্ম অঞ্চল দুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

5. শশাঙ্কের রাজধানী ছিল—
ⓐ শ্রীহট্ট ⓑ কর্ণসুবর্ণ ⓒ বর্ধমান ⓓ গৌড়
উত্তর ⓑ কর্ণসুবর্ণ
ব্যাখ্যা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

6. গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত ছিলেন—
ⓐ ভাস্করবর্মা ⓑ হর্ষবর্ধন ⓒ শশাঙ্ক ⓓ বল্লাল সেন
উত্তর ⓒ শশাঙ্ক
ব্যাখ্যা গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক।

7. লো-টো-মো-চিহ্ বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন্ বিদেশি পর্যটকের বিবরণীতে?
ⓐ সুয়ান জাং-এর ⓑ ইবন বতুতার ⓒ মেগাস্থিনিসের ⓓ ফা-হিয়েনের
উত্তর ⓐ সুয়ান জাং-এর
ব্যাখ্যা বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশি পর্যটক সুয়ান জাং-এর বিবরণীতে।

8. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা—
ⓐ গোপাল ⓑ ধর্মপাল ⓒ দেবপাল ⓓ রামপাল
উত্তর ⓐ গোপাল
ব্যাখ্যা পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।

9. কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন—
ⓐ গোপাল ⓑ ধর্মপাল ⓒ মহীপাল ⓓ রামপাল
উত্তর ⓒ মহীপাল
ব্যাখ্যা কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন মহীপাল।

10. রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল—
ⓐ গৌড় ⓑ বঙ্গ ⓒ কর্ণসুবর্ণ ⓓ বিক্রমপুর
উত্তর ⓓ বিক্রমপুর
ব্যাখ্যা রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

11. চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন—
ⓐ বিজয়ালয় ⓑ রাজেন্দ্র চোল ⓒ প্রথম রাজরাজ ⓓ শশাঙ্ক
উত্তর ⓐ বিজয়ালয়
ব্যাখ্যা চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়ালয়।

12. প্রথম খলিফা ছিলেন—
ⓐ হজরত মোহম্মদ ⓑ আবুবকর ⓒ মোহম্মদ ঘুরি ⓓ মাসুদ
উত্তর ⓑ আবুবকর
ব্যাখ্যা প্রথম খালিফা ছিলেন আবু বকর।

13. 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' উপাধি গ্রহণ করেন—
ⓐ প্রথম রাজরাজ ⓑ প্রথম রাজেন্দ্র চোল ⓒ বিজয়ালয় ⓓ কোনোটিই নয়
উত্তর ⓓ প্রথম রাজেন্দ্র চোল
ব্যাখ্যা 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' উপাধি গ্রহণ করেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

14. **'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থটির লেখক—**

ⓐ **মিনহাজ-ই-সিরাজ** ⓑ **ইবনবতুতা**
ⓒ **অলবিরুণি** ⓓ **খলজি**

উত্তর ⓐ মিনহাজ-ই-সিরাজ

ব্যাখ্যা 'তবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থটির লেখক হলেন মিনহাজ-ই-সিরাজ।

15. **বখতিয়ার খলজি মারা যান—**

ⓐ **১২০৫** ⓑ **১২০৬**
ⓒ **১৩০৫** ⓓ **১৩০৬**

উত্তর ⓓ ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে

ব্যাখ্যা বখতিয়ার খলজি মারা যান ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান 1

একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও

1 **বঙ্গ ও সুহ্ম নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায় কোথায়?**

উ: কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যে বঙ্গ ও সুহ্ম নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

2 **কোন্ ঐতিহাসিকের লেখনিতে 'সুবা বাংলা'-র উল্লেখ পাওয়া যায়?**

উ: মোগল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল, তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বঙ্গ রাজ্যকে সুবা বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন।

3 **প্রাচীন বাংলার সীমানায় অবস্থিত তিনটি নদীর নাম লেখো।**

উ: প্রাচীন বাংলার সীমানায় অবস্থিত তিনটি নদী হল ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা।

4 **প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করো।**

উ: প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনগোষ্ঠী হল বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি।

5 **'লো-টো-মো-চিহ্' কী?**

উ: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারকে চিনা ভাষায় লো-টো-মো-চিহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

6 **'গৌড়বহো' কাব্যের রচয়িতা কে?**

উ: কনৌজের শাসক যশোবর্মনের রাজকবি বাকপতিরাজ গৌড়বহো কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

7 **কে 'সকলোত্তরপথনাথ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন?**

উ: পুষ্যভূতি বংশের শাসক হর্ষবর্ধন সকলোত্তরপথনাথ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

8 **কারা কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?**

উ: দিব্য, রুদোক, ভীম কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

9 **সেন বংশের কোন্ রাজা পালরাজা গোবিন্দপালকে পরাস্ত করেন?**

উ: সেন বংশের রাজা বল্লালসেন পালরাজা গোবিন্দ পালকে পরাস্ত করেন।

10 **চোলদের রাজধানীর নাম কী ছিল?**

উ: থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর ছিল চোলদের রাজধানী।

11 **খলিফা কে বা কারা?**

উ: হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের সর্বময় কর্তা কে হবেন তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তাঁর প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। এদের বলা হত খলিফা, আরবি শব্দ 'খলিফা'র অর্থ হল উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি।

12 **'কাবা' কী?**

উ: মক্কায় অবস্থিত মসজিদ-ই-হরম নামে মসজিদের মাঝখানে যে পবিত্র ভবন আছে তার নাম কাবা। এই কাবা শরিফ বাইতুল্লাহ নামেও পরিচিত।

13 **কার কোন্ লেখনি থেকে বাংলায় তুর্কিদের অনুপ্রবেশের ঘটনাটি সম্পর্কে জানা যায়?**

উ: ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ-এর লেখা তবকাত-ই-নাসিরি থেকে বাংলার তুর্কিদের অনুপ্রবেশের ঘটনাটি সম্পর্কে জানা যায়।

14 **কবে থেকে বাংলায় তুর্কি শাসনের সূচনা ঘটেছিল?**

উ: আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় আক্রমণ চালিয়ে নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই সময়কাল থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল।

বৈসাদৃশ্য/ বেমানান শব্দটি নির্ণয় করো

1 **বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গাল।**

উ: বঙ্গাল ব্যতীত বাকি তিনটি জায়গার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

2 **শশাঙ্ক, ভীম, দিব্য, রুদোক।**

উ শশাঙ্ক ব্যতীত বাকি তিনজন কৈবর্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

3 গোপাল, দেবপাল, ধর্মপাল, বল্লাল সেন।

উ বল্লাল সেন ব্যতীত বাকি সবাই পাল বংশের রাজা ছিলেন।

4 বেদ, খলিফা, কোরান, কাবা।

উ বেদ, ব্যতীত বাকি তিনটি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

5 ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, গোদাবরী।

উ গোদাবরী ব্যতীত বাকি তিনটি নদী বাংলায় অবস্থিত।

স্তম্ভ মেলাও

1.

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
a আইন-ই-আকবরি	i দক্ষিণ রাঢ়
b রঘুবংশম	ii উত্তর রাঢ়
c চোলদের রাজধানী	iii কালিদাস
d বজ্রভূমি	iv আবুল ফজল
e সুহ্মভূমি	v তাঞ্জোর

উ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
a আইন-ই-আকবরি	i আবুল ফজল
b রঘুবংশম	ii কালিদাস
c চোলদের রাজধানী	iii তাঞ্জোর
d বজ্রভূমি	iv উত্তর রাঢ়
e সুহ্মভূমি	v দক্ষিণ রাঢ়

2.

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
a পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা	i হর্ষবর্ধন
b দিব্য	ii ফিরদৌসি
c সকলোত্তরপথনাথ	iii রাজেন্দ্র চোল
d গঙ্গাইকোন্ডচোল	iv গোপাল
e শাহনামা	v পালরাষ্ট্রের কর্মচারী

উ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
a পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা	i গোপাল
b দিব্য	ii পালরাষ্ট্রের কর্মচারী
c সকলোত্তরপথনাথ	iii হর্ষবর্ধন
d গঙ্গাইকোন্ডচোল	iv রাজেন্দ্র চোল
e শাহনামা	v ফিরদৌসি

বিবৃতিগুলির সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও

1 বিবৃতি ঃ সুবা মানে প্রদেশ বা রাজ্য—

ব্যাখ্যা ১ আবুল ফজল প্রথম সুবা প্রদেশের নাম উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা ২ আবুল ফজল প্রথম তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সুবা বাংলার কথা বলেছেন।

ব্যাখ্যা ৩ আইন-ই- আকবরি-তে সুবা প্রদেশের উল্লেখ আছে।

উ **ব্যাখ্যা-২** আবুল ফজল প্রথম তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সুবা বাংলার কথা বলেছেন।

2 বিবৃতি ঃ গুপ্ত যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি ভুক্তি বা শাসন এলাকা।

ব্যাখ্যা ১ পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

ব্যাখ্যা ২ পুণ্ড্র হল একটি জাতি।

ব্যাখ্যা ৩ পুণ্ড্র ছিল বাংলার অঞ্চল।

উ **ব্যাখ্যা-১** পুণ্ড্রবর্ধণ ছিল প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

3 বিবৃতি ঃ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

ব্যাখ্যা ১ কর্ণসুবর্ণ ছিল একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র।

ব্যাখ্যা ২ শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাখ্যা ৩ কর্ণসূবর্ণ মুর্শিদাবাদের একটি এলাকা।

উ **ব্যাখ্যা-২** শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

4 বিবৃতি ঃ কনৌজ ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাখ্যা ১ কনৌজ ছিল একটি সুরক্ষিত শহর।

ব্যাখ্যা ২ কনৌজ বাণিজ্যের দিক থেকে উন্নত ছিল।

ব্যাখ্যা ৩ উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল।

উ **ব্যাখ্যা-৩** উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে ত্রিশক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল।

5 বিবৃতি ঃ ধর্মীয় বিভেদ বন্ধ করার জন্য মোহম্মদ একটি বিশ্বাসকেই চালু করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ১ ফলে আরব উপজাতিগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল।

ব্যাখ্যা ২ ফলে মোহম্মদের ধর্মীয় বাণী সবার কাছে পৌঁছেছিল।

ব্যাখ্যা ৩ ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

উ **ব্যাখ্যা-১** ফলে আরব উপজাতিগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল।

6 বিবৃতি ঃ প্রথম রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল দুজনেই দক্ষ নৌবাহিনী তৈরি করেন।

ব্যাখ্যা ১ নৌবাহিনী গঠনের ফলে রাজ্য বিস্তারের সুবিধা হয়।

ব্যাখ্যা ২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

ব্যাখ্যা ৩ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চোলদের দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

উ **ব্যাখ্যা-২** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান 2/3

1. বঙ্গ সম্পর্কে টীকা লেখো।

উ বঙ্গ ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। প্রাচীন বাংলার পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি বদ্বীপ অঞ্চলকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হত। অনুমান করা হয় ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ় এবং সুহ্ম নামে দুটি আলাদা অঞ্চলের সৃষ্টি হলে বঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখার পরিবর্তন ঘটে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলকে বঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হত।

2. বাংলার ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী?

উ আনুমানিক ৬০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে শশাঙ্ক গৌড়ের শাসক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার আগে তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক মহাসামন্ত ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে গৌড় অন্যতম হয়ে উঠেছিল। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মগধ-বুদ্ধগয়া, ওড়িশার একাংশ, উত্তর-পশ্চিম বারাণসী-সহ সমগ্র গৌড় দেশ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শশাঙ্ক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গৌড়ের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। এই কারণেই বাংলার ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী।

3. বাংলার ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' কী? এর অবসান কীভাবে ঘটে?

উ ৬৩৭-৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে তীব্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরবর্তী প্রায় একশো বছর ধরে এই অরাজক অবস্থা চলেছিল। এই সময় কনৌজ রাজ হর্ষবর্ধন, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা, নাগ সম্প্রদায়ের জয়নাগ, কাশ্মীরের ললিতাদিত্য, তিব্বতের শাসকরা বারংবার বাংলায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এই তীব্র অরাজক অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে অভিহিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে পুকুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে গিলে ফেলে, তেমনি সবলরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাংলার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা গোপাল নামাঙ্কিত এক ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। তিনি আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলে বাংলার 'মাৎস্যন্যায়' পর্বের অবসান ঘটে।

4. 'লো-তো-মো-চিহ্' বলতে কী বোঝো?

উ চিনা ভাষায় রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহার লো-তো-মো-চিহ্ নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি রেলস্টেশনের নিকট রাজবাড়ি ডাঙায় এই বৌদ্ধবিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। চিনা বৌদ্ধ পর্যটক সুয়ান-জাং-এর বিবরণীতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

5. কৈবর্ত বিদ্রোহ কবে, কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? এই বিদ্রোহের পরিণতি কী হয়েছিল?

উ আনুমানিক ১০৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে পালরাজা মহীপাল ও পালরাষ্ট্রের কর্মচারী দিব্যর মধ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

রামচরিত কাব্য থেকে কৈবর্ত বিদ্রোহের সম্পর্কে জানা যায়।

পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে পাল রাষ্ট্রের কর্মচারী দিব্যের নেতৃত্বে শুরু হয় কৈবর্ত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পালরাজা মহীপাল নিহত হন এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা দিব্য বরেন্দ্রভূমি দখল করে সেখানকার অধিপতি হন।

6. ধর্মপাল কোন্ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি বিহারের নাম উল্লেখ করো।

উ পাল রাজা ধর্মপাল 'পরমভট্টারক', 'পরমেশ্বর' ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি বিহারের নাম হল বিক্রমশীল বিহার।

7. 'গৌড়তন্ত্র' কী?

উ রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছিল তা গৌড়তন্ত্র নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় গৌড় রাজ্যের রাজকর্মচারী বা আমলারা একটা নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড় রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার পরিচালনা করার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

8. বাণভট্ট কে ছিলেন? তাঁর কোন্ গ্রন্থ থেকে হর্ষবর্ধনের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি?

উ বাণভট্ট ছিলেন পুষ্যভূতি বংশের শাসক রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' থেকে হর্ষবর্ধন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

9. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে, কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?

উ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান ও ঘুরের শাসক মোহম্মদ ঘুরির মধ্যে এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ঘুরের শাসক মোহম্মদ ঘুরি বিজয়ী হন।

10. 'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থটি কার লেখা? এই গ্রন্থ থেকে কী জানা যায়?

উ 'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থটি ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ-এর লেখা।

তাঁর লেখা এই গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তার তুর্কিবাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে নদিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল।

11. কোন্ চোল রাজা 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? চোল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজার নাম কী?

উ চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

চোল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা হলেন কুলোত্তুঙ্গ।

12. চোল বংশের উল্লেখযোগ্য দুজন রাজার নাম লেখো। কোন্ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চোলরাজ্য গড়ে উঠেছিল?

উ চোল বংশের উল্লেখযোগ্য দুজন রাজা হলেন— (1) প্রথম রাজরাজ, (2) প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির বদ্বীপকে কেন্দ্র করে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

13. 'হাজার-উল-আসওয়াদ' বলতে কী বোঝো?

উ মক্কায় মসজিদ-ই-হরম নামে মসজিদের মাঝখানে কাবা নামে একটি পবিত্র ভবন আছে। এই ভবনের এক কোণে কালো রঙের একটি ছোটো পাথর আছে, যাকে হাজার-উল-আসওয়াদ বলা হয়।

14. কোরান ও হাদিস কী?

উ মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে হজরত মোহম্মদকে বেশ কিছু অহি বা নির্দেশ পাঠিয়ে ছিলেন। এইসব নির্দেশ 'কোরান'-এ সংকলিত করা আছে। কোরান ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। হজরত মোহম্মদের উপদেশাবলি যে গ্রন্থে সংকলিত করা আছে তা, 'হাদিস' নামে পরিচিত।

15. খলিফা ও খিলাফৎ সম্পর্কে টীকা লেখো।

উ **খলিফা:** খলিফা একটি আরবি শব্দ। খলিফা কথার অর্থ হল উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। হজরত মোহম্মদ ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম জগতের নেতৃত্ব দানের বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে হজরত মোহম্মদের প্রধান চার সঙ্গী পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। এদেরই খলিফা বলা হত।

◈ **খিলাফৎ:** খলিফা হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান। ইসলাম ধর্ম যেসকল অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে তা দার-উল-ইসলাম নামে পরিচিত। খলিফা হলেন দার-উল-ইসলামের সর্বময় কর্তা বা প্রধান নেতা। খলিফার অধিকার স্বীকৃত যে অঞ্চলে তা খিলাফৎ নামে পরিচিত।

16. বেদুইন সম্পর্কে টীকা লেখো।

উ ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। এই উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চলই শুষ্ক এবং মরুভূমি বা শুকনো ঘাসজমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে খুবই সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর যথাক্রমে মক্কা এবং মদিনা। এখানে একশ্রেণির যাযাবর মানুষ বসবাস করত, যারা উট পালন করত। এদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর এবং উটের দুধ। এই যাযাবররা বেদুইন নামে পরিচিত।

ব্যাখ্যামূলক উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান 5

1. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন?

উ শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে থাকা একজন মহাসামন্ত। তিনি প্রাচীন বাংলার গৌড়ের অধিপতি ছিলেন।

1. **স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা**: ৬০৬-৬০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু সময় পূর্বে শশাঙ্ক গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামন্ত পদ থেকে উন্নীত হয়ে নিজের চেষ্টায় গৌড়ের স্বাধীন অধিপতি হন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে রাজা শশাঙ্ক মগধ-বুদ্ধগয়া, ওড়িশার একাংশ, উত্তর-পশ্চিম বারাণসীকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে তিনি গৌড়কে স্বাধীন রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।
2. **উত্তর ভারতে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা**: গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক হলেন প্রথম রাজা যিনি বাংলার বাইরেও বাংলার রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্তে সার্বভৌম সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন।
3. **গৌড়তন্ত্রের সূচনা**: রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষমতাধর রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াই করে নিজের বীরত্ব এবং বাংলার গৌড়ের সীমানা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। শশাঙ্ক গৌড়ে যে স্বাধীন রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন তা গৌড়তন্ত্র নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁর রাজ্যজয় নীতিকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে পাল বংশের শাসকরা গৌড়কে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

রাজা শশাঙ্কের হাত ধরে গৌড় তথা বাংলা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, যে কারণে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

2. হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনীতিতে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব বা ত্রিশক্তি সংঘর্ষের কারণ কী ছিল?

উ অপুত্রক অবস্থায় রাজা হর্ষবর্ধন মারা যাবার পর কনৌজের সিংহাসন অধিকারকে কেন্দ্র করে পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তা ইতিহাসে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব বা ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ নামে পরিচিত।

- **ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের উৎপত্তির কারণ**: ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে কনৌজ ছিল অষ্টম-নবম শতকে ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

1. **কনৌজের ভৌগোলিক গুরুত্ব**: গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে কনৌজের অবস্থান থাকায় তা সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্র হয়ে উঠুক, এই বাসনা পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট তিন শক্তিরই ছিল।
2. **কনৌজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব**: কনৌজ দখল করার অর্থ হল সেখানকার উর্বর ভূমি ও তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিপতি হয়ে ওঠা। এর পাশাপাশি প্রাচীনকালের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র কনৌজের অধিকার লাভের অর্থ বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার বাসনায় বিভিন্ন শক্তি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।
3. **কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব**: হর্ষবর্ধন কনৌজে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে মগধের পরিবর্তে কনৌজ ভারতীয় রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। যশোবর্মনের রাজত্বকালে কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় রাজবংশগুলির কাছে কনৌজ অধিকার ছিল চূড়ান্ত মর্যাদার প্রতীক।
4. **কনৌজের সামরিক গুরুত্ব**: গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের মধ্যবর্তী উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ায় কনৌজের সেনাবাহিনী জলপথ বা স্থলপথ ধরে পূর্ব-পশ্চিম দিকে অনায়াসে অভিযান করতে পারত। যার ফলে কনৌজকে দখল করে তাকে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা সকল শক্তিরই মূল লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যেই তিন শক্তি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। যা ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

3. পাল বংশের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

উ **সূচনা**: গোপালের হাত ধরে বাংলায় পাল শাসনের সূচনা ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল-এর শাসনকালে বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম-সহ সকল ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ করা যায়।

- **পাল বংশের কৃতিত্ব**—

1. **বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা**: গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে বাংলায় মাৎস্যন্যায়সম যে চরম নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল, প্রথম পাল রাজা গোপাল তার অবসান ঘটান। প্রায় চারশো বছর ধরে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা রাখা পাল রাজাদের এক বড়ো কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত

হয়।

2 **রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জাগরণ**: শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে, পাল রাজারা তা প্রতিহত করেন এবং বাংলায় পুনরায় এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলেন। ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিরাজমান ছিল। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে তিব্বত ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতেও পাল রাজবংশের এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

3 **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়**: পাল যুগে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সামাজিক সমন্বয়সাধন শুরু হয়। রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলিতে ব্রাহ্মণ ও কৈবর্তদের নিয়োগ করা হয়। পাল রাজারা বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়সাধন করেন।

4. পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের আমলে সংঘটিত কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

উ পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে দিব্য-এর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়। কৈবর্ত বিদ্রোহের অপর দু'জন নেতা হলেন রুদোক ও ভীম।

- **বিদ্রোহের কারণ**: কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

1 কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা মৎস্য হত্যা নিষিদ্ধ করায় মৎস্যজীবী কৈবর্তরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

2 আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন অযোগ্য ও অত্যাচারী শাসক, তাই অতিষ্ঠ প্রজাদের আহ্বানে কৈবর্ত নেতা দিব্য এই গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

- **বিদ্রোহের প্রকৃতি**: কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে তিন ধরনের ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়—

1 সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহকে 'ধর্মবিপ্লব' বলে অভিহিত করলেও বর্তমানে তাঁর অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

2 কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল মূলত কৈবর্তদের আর্থসামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী আন্দোলন।

3 এই বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক সংঘাত, কারণ উত্তরবঙ্গে পাল রাজাদের প্রভাব সংকুচিত হওয়ায় কৈবর্তরা বিকল্প রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

5. সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল আলোচনা করো।

উ উদ্দেশ্য—

1 **ইসলাম ধর্মের প্রসার**: কথিত আছে সুলতান মাহমুদ খলিফার কাছ থেকে উপাধি প্রাপ্তির বিনিময়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নিয়োজিত থাকার শপথ নেন। মূলত, অবিশ্বাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

2 **সম্পদের লুণ্ঠন ও অর্থলাভ**: সমকালীন ভারতে হিন্দু মন্দিরগুলি প্রচুর ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। মাহমুদ দেবদেবীর সোনার মূর্তি-সহ কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার লুঠ করেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়, ধনরত্ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ একাধিকবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

- **ফলাফল**: গজনির সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের ফলাফলগুলি হল—

1 মাহমুদের আক্রমণের ফলে ভারতের রাজনীতি ও সামরিক সংগঠনের দুর্বলতার চিত্রটি ফুটে ওঠে। এই সুযোগে তুর্কিরা পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে।

2 সুলতান মাহমুদের ব্যাপক হত্যালীলা ও লুণ্ঠন ভারতবাসীর মনে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করে।

3 মাহমুদের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে ভারতের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল।

4 মাহমুদের আক্রমণের ফলে বহু শিল্পসমৃদ্ধ হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস হয়।

6. বাংলার তুর্কি আক্রমণ সম্পর্কে মিনহাজ-ই-সিরাজ-এর বিবরণ লেখো।

উ বাংলার তুর্কি আক্রমণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বাংলায় আসেন এবং বখতিয়ার খলজির অভিযানের কাহিনি সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর লেখা তবকাত-ই-নাসিরি থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর তুর্কি বাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বিনা বাধায়

বাংলায় প্রবেশ করেছিল। কাজেই তুর্কিদের নদিয়ায় ঢুকতে দেখে কেউই তাদের আক্রমণকারী ভাবেনি। কথিত আছে যে, বখতিয়ারের সঙ্গে মাত্র সতেরো জন সৈন্য ছিল। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। সেকালে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসার একাধিক পথ চালু ছিল। সাধারণত রাজমহল পাহাড়ের উত্তর দিকের পথ ধরে বিহার থেকে বাংলায় আসতে হত। রাজা লক্ষ্মণ সেনও এই পথে তুর্কি আক্রমণ আটকানোর জন্য সেনা মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজি এই আশঙ্কায় নিজের সেনাবাহিনীকে সুরক্ষিত রাখতে তাঁর সেনাদের একাধিক ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করিয়েছিলেন।

- **মূল্যায়ন**: মিনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযান-এর সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তাঁর এই বিবরণী কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে এটাও সত্যি যে লক্ষ্মণ সেনের অসুরক্ষিত রাজধানী দখল করতে বখতিয়ার খলজির অল্প তুর্কি সেনাই যথেষ্ট ছিল। তাই এইদিক থেকে ভাবলে মিনহাজ-ই-সিরাজ-এর বিবরণ বাংলায় তুর্কি আক্রমণ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের কাছে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. মনে করো তুমি বিদ্যালয় থেকে কর্ণসুবর্ণ বেড়াতে গেছো। সেখানে কী কী দেখলে সেই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করো। ৫

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: সপ্তম

বিষয়: ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা

সময় : ১ ঘন্টা **পূর্ণমান: ২৫**

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো। **১ × ৪ = ৪**

(i) 'বঙ্গ' নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ/ঐতরেয় আরণ্যক/আইন-ই-আকবরি/অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।

(ii) 'রামচরিত' গ্রন্থটি রচনা করেন—(সন্ধ্যাকর নন্দী/তুলসীদাস/কালিদাস/কৌটিল্য)।

(iii) সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের—(কর্ণাট অঞ্চল/রাজস্থান/উটাকামুন্ড/প্রাগজ্যোতিষপুর)।

(iv) মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হল—(কোরান/মুন্তাখাব-উৎ তারিখ/তহ্‌কিক-ই-হিন্দ/কাফেলা)।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **১ × ৪ = ৪**

(i) **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**
কত খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন?

(ii) **ঠিক/ভুল লেখো:**
ভাগীরথী ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা বরেন্দ্র নামে পরিচিত।

(iii) **বিবৃতির-র সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও:**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
বজ্রভূমি	মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চল
সমতট	উত্তর রাঢ়

৩। নিম্নলিখিত যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দু/তিনটি বাক্যের মধ্যে দাও। **২ × ৩ = ৬**

(i) কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে পুন্ড্রবর্ধন গঠিত হয়েছিল?

(ii) কোন্ অঞ্চল বঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল?

(iii) গৌড়তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

(iv) কৈবর্ত বিদ্রোহ কবে এবং কার বিরুদ্ধে হয়েছিল?

(v) ত্রিশক্তি সংগ্রাম কী?

(vi) খলিফা কাদের বলা হয়?

৪। চার/পাঁচটি বাক্যে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৩ × ২ = ৬**

(i) কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল?

(ii) টীকা লেখোঃ কর্ণসুবর্ণ।

(iii) কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

(v) তুর্কিরা কীভাবে নদিয়া জয় করে?

৫। আট/দশটি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৫ × ১ = ৫**

(i) গৌড়রাজ শশাঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

(ii) সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে Call করো এই নম্বরে— 9903985050